পাক্ষিক

আহ্‌মদী

Fortnightly AHMADI

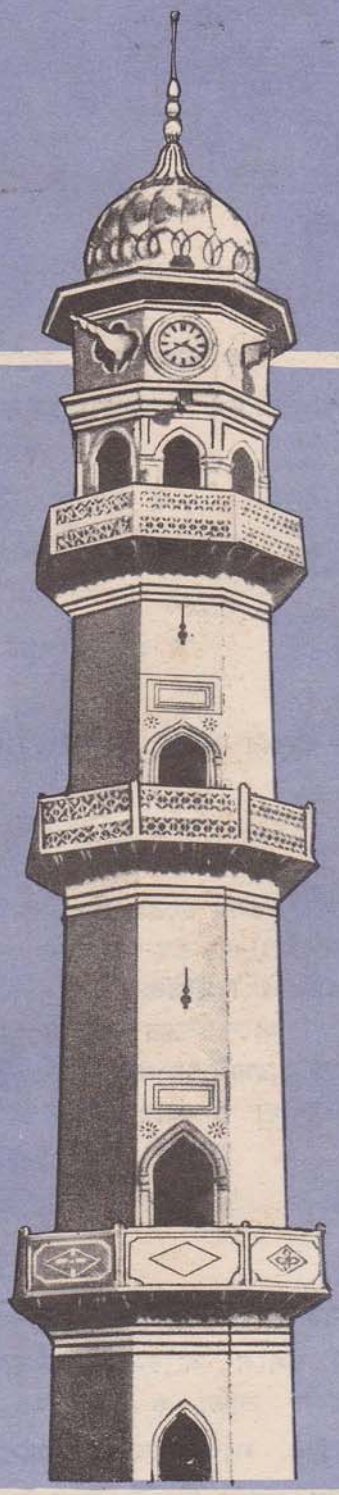

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসুল ও শাফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না"।

—হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)

নব পর্যায়ে ৪০শ বর্ষ ॥ ১৪শ সংখ্যা
২৭শে রবিউল আওয়াল ১৪০৭ হিঃ ॥ ১৩ই অগ্রহায়ণ ১৩৯৩ বাংলা ॥ ৩০শে নভেম্বর ১৯৮৬ইং
বার্ষিক চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত ৩০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৫ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
'আহ্‌মদী'
৩০শে নভেম্বর ১৯৮৬
৪০ বর্ষঃ
১৪শ সংখ্যাঃ

বিষয়	লেখক	পৃঃ
* তরজমাতুল কুরআনঃ সূরা আল-রা'দ (১৩শ পারা ১ম রুকু)	মূলঃ হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদঃ মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফঃ	অনুবাদঃ এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৩
* অমৃতবাণীঃ	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদঃ মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ	৪
* জুম্‌য়ার খোৎবাঃ	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদঃ জনাব নজির আহমদ ভূইয়া	৬
* জুম্‌য়ার খোৎবা (সারসংক্ষেপ)ঃ	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদঃ মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ	১৩
* পবিত্র পয়গামঃ	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) অনুবাদঃ জনাব মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ	১৭
* সুলতানুল কলম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর গ্রন্থ-পরিচিতি ১৩ঃ	জনাব মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ	১৮
* একটি ঐশী-প্রতিশ্রুত আন্দোলনের রূপরেখা—২০ঃ	জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	২২
* জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতার দৃষ্টিতে রাসুল-মর্যাদা ও তাঁর রাসুল-প্রেমঃ	মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	২৭
* সংবাদঃ	সংকলনঃ খন্দকার মাহবুব-উল-ইসলাম	৩৪

আখবারে আহমদীয়া

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে লণ্ডনে কুশলে আছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী হুজুরের সুস্বাস্থ্য ও কর্মক্ষম দীর্ঘায়ুর জন্য এবং গালবায়ে-ইসলামের লক্ষ্যে আল্লাহতায়ালা যেন তাঁহার সকল পদক্ষেপে তাঁহাকে সাফল্যমণ্ডিত ও সর্বতোভাবে বিজয়ী করেন তজ্জন্য নিয়মিত সকাতর দোওয়া জারী রাখিবেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ে ৪০শ বর্ষ : ১৪শ সংখ্যা

৩০শে নভেম্বর ১৯৮৬ইং : ৩০শে নবুয়ত ১৩৬৫ হিঃ শামসী : ১৩ই অগ্রহায়ণ ১৩৯৩ বাংলা :

তরজমাতুল কোরআন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরা আল-রা'দ

[ইহা মক্কী সুরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহার ৪৪ আয়াত এবং ৬ রুকু আছে]

১৩শ পারা **১ম রুকু**

১। আল্লাহর নামে, যিনি অসীম দাতা, বারবার রহমকারী।

২। আলিফ-লাম-মীম-রা, এইগুলি কামেল কিতাবের আয়াত, এবং যে কালাম তোমার প্রতি তোমার রাব্বের পক্ষ হইতে নাযেল করা হইয়াছে, উহা অবশ্যই সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু অধিকাংশ লোক ঈমান আনে না।

৩। আল্লাহ তিনি, যিনি স্তম্ভ ব্যাতিরেকে আসমানসমূহকে সমুচ্চ করিয়াছেন যেরূপ তোমরা উহাকে দেখিতেছ, অতঃপর তিনি আরশে কায়েম হইলেন, এবং তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে (তোমাদের) খিদমতে নিয়োজিত করিলেন, (তদনুযায়ী) প্রত্যেকে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (নিজ নিজ কক্ষপথে) গতিশীল, তিনি প্রত্যেক বিষয়ের ইন্তেযাম করেন এবং তিনি (তাহার) আয়াত সমূহকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা তোমাদের রাব্বের সঙ্গে মিলিত হওয়ার একীন রাখ।

৪। এবং তিনি (আল্লাহ), যিনি যমীনকে বিস্তৃত করিয়াছেন এবং উহাতে (নিশ্চল) পর্বত সমূহ এবং প্রবাহমান নদী সমূহকে সৃষ্টি করিয়াছেন ; এবং ইহার মধ্যে প্রত্যেক প্রকার ফল জোড়া জোড়া (স্ত্রী ও পুরুষ) সৃষ্টি করিয়াছেন ; তিনি দিনকে রাত্রির দ্বারা ঢাকিয়া দেন, নিশ্চয় ইহার মধ্যে চিন্তাশীল লোকদের জন্য বহু নিদর্শন আছে।

৫। এবং যমীনে পরস্পর সংলগ্ন বহু (বিচিত্র) ভূ-খণ্ড আছে এবং (বিভিন্ন আকারের) আঙ্গুরের বাগান সমূহও (বিভিন্ন প্রকারের) শস্য ক্ষেত আছে এবং (বিভিন্ন প্রকারের) খেজুরের গাছ আছে (যাহাদের মধ্যে কতক) একই মূল হইতে একাধিক সংখ্যায় উদগত শাখা বিশিষ্ট এবং কতক এমন যে ইহার বিপরিত এক মূল হইতে এক কাণ্ড বিশিষ্ট যাহাদিগকে একই (রকমের) পানি দ্বারা সিঞ্চিত করা হয়। এবং (এতদসত্বেও) আমরা ফলের দিক দিয়া উহাদের মধ্য হইতে কতককে অপর কতক গুলির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিই; নিশ্চয় ইহার মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য বহু নিদর্শন আছে।

৬। এবং যদি তুমি (এই সত্যের অস্বীকারকারীগণের অস্বীকারে) আশ্চর্য হও তাহা হইলে (ইহা বিচিত্র নহে, কারণ) তাহাদের এইরূপ বলা অধিক আশ্চর্যজনক যে, যখন আমরা মাটি হইয়া যাইব, তখন সত্যই কি আমাদিগকে (পুণরায়) কোন নূতন জন্মে আসিতে হইবে? ইহারাই সেই সকল লোক যাহারা আগুনের অধিবাসী হইবে, তাহারা সেখানে বাস করিতে থাকিবে।

৭। এবং তাহারা তোমার নিকট কল্যাণের পূর্বে অকল্যাণের দ্রুত কামনা করে অথচ তাহাদের পূর্বে তাহাদের ন্যায় লোকদের উপর দৃষ্টান্তমূলক আযাব আসিয়াছিল, এবং তোমার রাব্ব লোকদের প্রতি, তাহাদের যুলুম সত্ত্বেও বড়ই ক্ষমাশীল, এবং নিশ্চয় তোমার রাব্ব কঠোর শাস্তিদাতা।

৮। এবং যাহারা কুফর করিয়াছে, তাহারা বলে, তাহার (অর্থাৎ আঁ-হযরত সাঃ-এর) উপর তাহার রাব্বের নিকট হইতে কোন নিদর্শন কেন নাযেল করা হয় নাই? অথচ তুমি একজন সতর্ককারী মাত্র, এবং প্রত্যেক জাতির জন্য হেদায়েত দাতা আছে।

(ক্রমশঃ)

"তোমরা যদি চাহ যে স্বর্গে ফেরেস্তাগণও তোমাদের প্রশংসা করুক তবে তোমরা প্রহার ভোগ করিয়াও সদানন্দ রহিবে, কুবাক্য শুনিয়াও কৃতজ্ঞ রহিবে, নিজেদের ইচ্ছার বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহর সহিত তোমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবে না। তোমরাই আল্লহতায়ালার শেষ ধর্মমণ্ডলী। সুতরাং পুণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও, যাহা হইতে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হওয়া আর সম্ভব নয়।" (কিশতিয়ে-নূহ)

—**হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)**

হাদিস শরীফ

জনসাধারণের মঙ্গলকামী, সুবিচারক, ন্যায়পরায়ণ, নম্র ও সহানুভূতিশীল হওয়ার আদেশ

১। হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "তোমাদের প্রত্যেকেই নিগরাণ (পর্যবেক্ষক)। তাহাকে তাহার প্রজা বা অধীনস্থগণের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে। আমীর নিগরাণ; প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার গৃহবাসীর নিগরাণ; স্ত্রীও তাহার স্বামীর গৃহের এবং তাহার সন্তানগণের নিগরাণ। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকেই নিগরাণ এবং প্রত্যেকেরই নিকট তাহার রায়েত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, সে তাহার দায়িত্ব কিরূপে পালন করিয়াছিল।" [বুখারী, কিতাবুন্ নিকাহ; বাবু মারআতুন রায়েইয়াতুন ফি বাইতে যাওজেহা; ২:৭৮৩ পৃঃ]

২। হযরত আউফ বিন মালেক (রাঃ) বলেন যে, তিনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এই ফরমাইতে শুনিয়াছেন: "তোমাদের সর্বোত্তম প্রধান তাহারাই, তোমরা যাহাদিগকে ভালবাস এবং তাহারা তোমাদিগকে ভালবাসে। তোমরা তাহাদের জন্য দোয়া কর এবং তাহারা তোমাদের জন্য দোয়া করে। তোমাদের সর্বাপেক্ষা মন্দ প্রধান তাহারা, যাহাদিগের প্রতি তোমরা অসন্তুষ্ট এবং তাহারা তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্টি পোষণ করে। তোমরা তাহাদিগকে অভিশাপ দাও এবং তাহারা তোমাদের প্রতি অভিশাপ দেয়।" রাবি (বর্ণনাকারী) বলেন: "ইহাতে আমরা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট নিবেদন করিলাম যে, আমরা কেন এরূপ প্রধানদিগকে অপসারণ করিব না?" তিনি ফরমাইলেন: 'না, যে পর্যন্ত তাহারা তোমাদের মধ্যে নামায কয়েম করে।'

[মুসলিম, 'কিতাবুল এমারাহ, বাবু খিয়ারুল আয়িম্মা ওয়া শিরারুহুম; ১-২:২১০ পৃঃ]

৩। হযরত আমার বিনিল্ আস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, তিনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এই ফরমাইতে শুনিয়াছেন: "যখন কোন বিচারক বা শাসক ভালরূপে বুঝিয়া-শুনিয়া এবং পুরাপুরি অনুসন্ধানের পর কোন ফায়সালা দেয়, তাহার ফায়সালা ঠিক হইলে সে দ্বিগুণ সওয়াব পাইবে এবং যদি চেষ্টা সত্বেও সে ভুল ফায়সালা করে, তবে সে একগুণ সাওয়াব পাইবে।"

[বুখারী, কিতাবুল ইতেসাম; ২:১৬২ পৃঃ, মুসলিম; ১-২:১২২ পৃঃ]

('হাদিকাতুস সালেহীন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত)

অনুবাদ: **এ এইচ, এম, আলী আনওয়ার**

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

আমি ইসলামের উপর প্রতিটি আপত্তির পঙ্কিল প্রলেপ অপসারিত করিয়া কুরআন শরীফের উজ্জ্বল মণি-মানিক্য ও গুপ্তধন প্রকাশিত করার এবং দুনিয়ার বুকে কুরআন শরীফের সম্মান ও মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আবির্ভূত হইয়াছি।

"বর্তমান যুগে তলোয়ার নয়, বরং কলমের প্রয়োজন ও আমাদের বিরুদ্ধবাদীগণ ইসলামের উপর যে সকল সন্দেহ-সংশয় চাপাইয়াছেন এবং বিভিন্ন সায়েন্স ও কৌশলের মাধ্যমে আল্লাহতায়ালার সাচ্চা ধর্ম-ইসলামের উপর আক্রমণ চালাইয়াছে—সেই সবের প্রতি তিনি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন যেন আমি লেখনীর অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উক্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির রণাঙ্গণে অবতীর্ণ হই এবং ইসলামের রূহানী শৌর্য-বীর্য এবং আধ্যাত্মিক শক্তির ক্রিয়া ও লীলা-খেলাও প্রদর্শন করি।

আমার পক্ষে কবে ও কিরূপেই বা এই ময়দানের যোগ্যব্যক্তি সাব্যস্ত হওয়া সম্ভব ছিল ?! ইহা তো একমাত্র আল্লাহতায়ালার ফজল এবং তাঁহার অপার অনুগ্রহ যে, তিনি চাহেন যেন আমার ন্যায় অধম ব্যক্তির হাত দিয়া এই দীনের সম্মান প্রদর্শন করেন। আমি এক সময়ে ঐ সকল আপত্তি ও আক্রমণ সমূহ সংগ্রহন ও গণনা করিয়াছিলাম, যেগুলি ইসলামের উপর আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা উত্থাপন ও পরিচালনা করিয়াছে। ফলে উহাদের সংখ্যা আমার ধারণা ও অনুমান অনুযায়ী তিন হাজারে উপনীত হইয়াছি, এবং আমি মনে করি যে, এখন তো সেই সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাইয়াছে।.....এই সকল আপত্তির অভ্যন্তরে প্রকৃতপক্ষে বহু দুর্লভ সত্য ও জ্ঞানতত্ব বিদ্যমান আছে যাহা জ্ঞানাভাবে আপত্তিকারীগণের দৃষ্টি গোচর হয় নাই, এবং বস্তুতঃপক্ষে ইহা আল্লাহতায়ালারই হিকমত যে, যেখানে জ্ঞানান্ধ আপত্তিকারী আসিয়া ঠেকিয়াছে, সেখানেই বাস্তব সত্য ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ এবং সূক্ষ্ম জ্ঞান-তত্বসমূহের গোপন ভাণ্ডার সুরক্ষিত হইয়াছে এবং খোদাতায়ালা আমাকে আবির্ভূত করিয়াছেন যেন আমি এই সকল প্রতিথ ভাণ্ডার ও গুপ্তধন দুনিয়ার বুকে প্রকাশিত করি এবং নাপাক আপত্তি সমূহের যে পঙ্কিল কর্দম ঐ সকল উজ্জ্বল ও জ্যোতিঝলমল মণি-মানিক্যের উপর লেপন করা হইয়াছিল তাহা হইতে সেগুলিকে পাকসাফ ও পরিচ্ছন্ন করি। খোদাতায়ালার গায়রত (আত্ম-

মর্যাদাভিমান) এখন সজোরে উত্তেজিত, যাহাতে তিনি কুরআন শরীফের সম্মান ও মর্যাদাকে প্রতিটি পঙ্কিল ও অপবিত্র শত্রুর আক্রমণ ও আপত্তির প্রলেপ হইতে মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন করিয়া দেখান।" (মলফুজাত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯০)

তিনি স্বয়ং ফয়সালা করিবেন

"এখন এই মোকদ্দমা তিনি নিজে ফয়সালা করিবেন, যিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। যদি আমি সত্যবাদী হইয়া থাকি, তবে ইহা নিশ্চিত যে, আসমান আমার জন্য একটি জবরদস্ত সাক্ষ্য প্রদান করিবে, যদ্বারা মানবদেহ শিহরিয়া উঠিবে। আমি যদি পঁচিশ বৎসর কালের এরূপ এক অপরাধী হইয়া থাকি, যে এই সুদীর্ঘকাল ব্যাপী খোদার বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা ও রটনা করিয়াছি, তাহা হইলে আমি কিরূপে রেহাই পাইতে পারি? এমতাবস্থায় যদিও তোমরা সকলেই আমার বন্ধু হইয়া যাও, তথাপি আমি ধ্বংসপ্রাপ্ত (অর্থাৎ, আমার ধ্বংস অবধারিত) কেননা খোদাতায়ালার হস্ত আমার বিরুদ্ধে! হে জনগণ! স্মরণ রাখিবেন। আমি মিথ্যাবাদী নহি, বরং মজলুম ও অত্যাচারিত; আমি মিথ্যাদাবীদার নই, বরং সত্যবাদী আদিষ্ট। আমার অত্যাচারিত হওয়ার উপর এক দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়াছে। আজ হইতে পঁচিশ বৎসর পূর্বে যাহা খোদাতায়ালা বলিয়া ছিলেন, উহা বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে; ঐ কথাটি খোদাতায়ালার এই এলহাম বা ঐশীবাণী: "দুনিয়া মেঁ এক নযীর আয়া, পর দুনিয়া নে উসকো কবুল না কিয়া, লেকিন খোদা উসে কবুল করেগা, আওর বড়ে জোর আওয়ার হামলোঁ সে উসকি সাচ্চাই যাহের কর দেগা।" (অর্থাৎ—পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী আসিয়াছে কিন্তু পৃথিবী তাহাকে গ্রহণ করিল না। কিন্তু খোদা তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন এবং অত্যন্ত প্রচণ্ড শক্তিশালী আক্রমণসমূহের দ্বারা তাহার সত্যতা প্রকাশ করিয়া দিবেন।") ইহা সেই সময়কার এলহাম যখন, আমার পক্ষ হইতে কোন 'দাওয়াত' বা দাবী ও আহ্বানও ছিল না এবং আমার কোন অস্বীকারকারীও ছিল না।"
(হাকীকাতুল ওহী গ্রন্থের পৃঃ ১৩৮)

পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ এবং মহব্বত সৃষ্টি কর

"আল্লাহতায়ালা তাঁহার সালেহ ও পুণ্যবান ব্যক্তিদের ব্যতীত কাহারও পরোয়া করেন না। পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও মহব্বত সৃষ্টি কর এবং পৈষাচিক আচরণ ও মতভেদ পরিহার কর। প্রত্যেক প্রকার অশালীনতা, অশ্লিলতা এবং বিদ্রূপ ও পরিহাস হইতে সম্পূর্ণ দূরে সরিয়া পড়। কেননা পরিহাস ও বিদ্রূপ মানবহৃদয়কে সত্য হইতে অপসারিত করিয়া কোথায় হইতে কোথায় পৌঁছাইয়া দেয়। পরস্পরের মধ্যে একে অন্যের সহিত সম্মান সূচক ব্যবহার করিবে! প্রত্যেকেই নিজের সুখ-আরামের উপর তাহার ভ্রাতার সুখ আরামকে অগ্রাধিকার দান করিবে। আল্লাহতায়ালার সহিত এক সততা পূর্ণ মীমাংসা, সখ্য ও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন কর এবং তাঁহার এতায়াত ও আনুগত্যে ফিরিয়া আস। .....প্রত্যেক প্রকারের ঝগড়া-বিবাদ, উত্তেজনাভাব ও শত্রুতাকে তোমাদের মধ্য হইতে তুলিয়া ফেলিয়া দাও, কেননা এখন সেই সময়পুস্থিত, যখন তোমরা যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়কে উপেক্ষা করে ও সেগুলির দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্বক গুরুত্বপূর্ণ এবং মহান মর্যাদা-সম্পন্ন কার্যাবলীতে ব্যপৃত ও আত্মনিবেদিত হও।"
(মলফুজাত, ১ম খণ্ড, : পৃঃ ২৬৬-২৬৭)

অনুবাদ :—**আহমদ সাদেক মাহমুদ**

জুমুয়ার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[৪ঠা জুলাই, ১৯৮৫ইং লণ্ডনস্থ মসজিদে ফজলে প্রদত্ত]

অসুবিধা সত্ত্বেও পাকিস্তানের আহমদীয়া জামাত দুই কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকার অধিক মালী কোরবানী পেশ করিয়াছে।

খোদাতায়ালার রহমত ও ফজলের এই আচরণ, যাহা সদা সর্বদা জারী রহিয়াছে, তাহা আজো জারী রহিয়াছে।

যদি আপনারা নিজেদের লেনদেনের ব্যাপারে খোদার সহিত আচরণের পরিবর্ত্তন না করেন তাহা হইলে তাঁহার রহমত ও ফজল আগামী দিনেও জারী থাকিবে।

তাশাহুদ, তায়াউয, ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আকদাস (আইঃ) সুরা বাকারার ২৬২ নম্বর আয়াত হইতে ২৬৫ নম্বর আয়াত পর্যন্ত তেলাওয়াত করেন।

مثل الذين ينفقون اموالهم فى سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع
سنابل فى كل سنبلة مائة حبة ط والله يضعف لمن يشاء ط والله واسع
عليم ٥ الذين ينفقون اموالهم فى سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا
ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ج ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٥
قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى ط والله غنى حليم ٥
يا يها الذين امنوا لا تبطلوا صدقتكم بالمن والاذى كالذى ينفق
ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفوان
عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا ط لا يقدرون على شىء مما كسبوا ط
والله لا يهدى القوم الكفرين ٥

(অর্থ—"যাহারা নিজেদের মাল আল্লাহর পথে খরচ করে, তাহাদের (এই কাজ) এর অবস্থা ঐ শস্য বীজের অবস্থার সদৃশ, যাহা সাতটি শীষ উৎপাদন করে (এবং)

প্রত্যেকটি শীষে একশত বীজ হয়। এবং আল্লাহ যাহার জন্য চাহেন তাহাকে (ইহার চাইতেও অধিক) বাড়াইয়া দেন এবং আল্লাহ প্রাচুর্যদানকারী (এবং) সর্বজ্ঞ। যাহারা নিজেদের মাল আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে, অতঃপর খরচ করার পর কোন প্রকার উপকারের কথা স্মরণ করায় না এবং না কোন প্রকারের ক্লেশ দেয়, তাহাদের প্রভুর নিকট তাহাদের (কাজের) বিনিময় (সংরক্ষিত) আছে। এবং নাতো তাহাদের জন্য কোন প্রকারের ভয় আছে এবং না তাহারা দুঃখিত হইবে। উত্তম কথা (বলা) এবং (অপরাধ) ক্ষমা করা ঐ দানের চাইতে উত্তম, যাহার পর ক্লেশ দেওয়া (আরম্ভ) হইয়া যায় এবং আল্লাহ অভাবমুক্ত (এবং) পরম সহনশীল। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদের দানকে উপকার স্মরণ করানো এবং ক্লেশ দেওয়ার মাধ্যমে ঐ ব্যক্তির মত বিনষ্ট করিয়া দিওনা, যাহারা লোকদিগকে দেখানোর জন্য মাল খরচ করিয়া থাকে এবং আল্লাহ ও পরকালের উপর বিশ্বাস করে না। কেননা তাহাদের অবস্থাতো ঐ পাথরের অবস্থার সদৃশ, যাহার উপর কিছু মাটি (পড়িয়া) রহিয়াছে এবং উহার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত হইয়া উহাকে (ধৌত করিয়া পুণরায়) পরিস্কার পাথরে পরিণত করে। ইহারা (এইরূপ ব্যক্তি যে) তাহারা যাহা কিছু উপার্জন করে, উহার কোনও অংশ তাহাদের হস্তগত হয়না। এবং আল্লাহ এই ধরণের কাফেরদিগকে (কৃতকার্য্যতার) পথ দেখান না"—অনুবাদক)।

অতঃপর হুজুর আকদাস (আইঃ) বলেন :—

কোরআন করীমের যে কয়েকটি আয়াত আমি তেলাওয়াত করিয়াছি, উহাতে মালী কোরবানীর (অর্থাৎ আল্লাহতায়ালার পথে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার) পদ্ধতিও শিখানো হইয়াছে এবং গৃহীত মালী কোরবানীর ফলশ্রুতিতে আল্লাহতায়ালার তরফ হইতে যে ফজল নাযেল হয়, উহারও উল্লেখ করা হইয়াছে।

যে প্রথম আয়াতটি আমি তেলাওয়াত করিয়াছি, উহার তরজমা এই যে, ঐ সমস্ত লোক যাহারা আল্লাহর পথে নিজেদের অর্থ-সম্পদ খরচ করে তাহাদের দৃষ্টান্ত একটি শস্য-বীজের ন্যায়, যাহার মধ্য হইতে সাতটি শীষ নির্গত হয় এবং এই সাতটি শীষের প্রত্যেকটি হইতে একশত বীজ উৎপন্ন হয়। وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ আল্লাহ যাহার জন্য চাহেন, তাহার জন্য ইহার চাইতেও অধিক বাড়াইয়া দেন এবং আল্লাহতায়ালা খুবই প্রাচুর্যশালী ও প্রাচুর্য্যদানকারী এবং সর্বজ্ঞ।

এই আয়াতে মোমেনদের 'ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ' (আল্লাহর পথে মাল খরচ করা) এর যে ছবি অঙ্কন করা হইয়াছে, উহার তরজমা পড়ার সময় এবং উহার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে চিন্তা করার সময় মনোযোগ সাধারণতঃ এই দিকে ধাবিত হয় যে, এখানে মোমেনদের অর্থ-সম্পদের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, মোমেনদের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় নাই এবং মোমেনদের ধন-সম্পদ খোদার পথে কোরবানী করার দরুন বাড়িয়া যায়—কেবলমাত্র ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু এই কথা সঠিক নহে। مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ বলা হইয়াছে।

مثل ما ينفقون বলা হয় নাই। مثل الذين ينفقون في سبيل الله বলা হয় নাই বরং বলা হইয়াছে যে, مثل الذين ينفقون اموالهم যাহারা আল্লাহর পথে খরচ করে তাহাদের দৃষ্টান্ত হইল ইহা এবং এইভাবে বিষয়বস্তুতে ব্যাপকতা সৃষ্টি হইয়া যায়। অর্থাৎ এই দৃষ্টান্ত ঐ সমস্ত লোক সম্বন্ধেও প্রযোজ্য, যাহারা খরচ করে এবং ঐ সমস্ত জিনিষ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য, যাহা তাহারা খরচ করে। অর্থাৎ খরচ করার সম্পূর্ণ-দৃশ্যপট এইভাবে পেশ করা হইয়াছে যে, খরচকারীরাও এবং তাহাদের ছবিও চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে এবং তাহারা যাহা খরচ করে এবং যেভাবে খরচ করে, উহার চিত্রও মানুষের চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে এবং ইহার পরবর্ত্তী আয়াতে এই কথা বলা হইয়াছে যে, তাহারা কিভাবে খরচ করে না? তাহাদের খরচের মধ্যে কি কি বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে, উহাও বলিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ইহার ফলশ্রুতিতে তাহাদের উপর আল্লাহর ফজল কিভাবে নাযেল হইয়া থাকে, উহাও বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। পরবর্ত্তী আয়াতে বলা হইয়াছে, তাহারা অমুক অমুক কাজ করে না। অতএব খরচের হাঁ-সূচক দিকও বর্ণনা করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং না-বোধক দিকও বর্ণনা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই দৃষ্টান্তটি সম্বন্ধে যখন আমরা চিন্তা করি, তখন 'হাব্বাতান' (শস্য বীজ) শব্দটি পূর্বের তুলনায় অধিক উত্তম-রূপে বুঝিতে পারা যায়।

প্রকৃত ঘটনা এই যে, পৃথিবীতে কোন কোন ফল এইরূপ হইয়া থাকে, যাহাদের বীজকে বাজে মনে করা হয় এবং ফেলিয়া দেওয়ার যোগ্য বিবেচনা করা হয় এবং ইহাদের বীজে মানুষের কোন আগ্রহ থাকে না। মানুষের আগ্রহ থাকে খোসা ও শাসে, যাহা বীজকে নিজের মধ্যে ঘিরিয়া রাখে। ইহাকে ফল বলা হয় এবং কোন কোন ফল এইরূপ হইয়া থাকে, যাহাদের বীজকে খাওয়ার যোগ্য মনে করা হইয়া থাকে এবং চতুর্দিকের খোসা ও অন্যান্য বস্তু, যাহা বীজের সঙ্গে সম্পৃক্ত, উহাদিগকে বাজে মনে করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ বাদামের নাম করা যাইতে পারে। বাদামের খোসাকে তেমন কোন কাজের বস্তু মনে করা হয় না এবং বাদাম খাওয়া হয়। ইহার বিপরীতে রহিয়াছে আম। ইহার আঁটিতে আপনাদের কোন আগ্রহ হইবে না। কিন্তু আমের ফলে আপনাদের আগ্রহ রহিয়াছে। 'হাব্বাতান' বলা হয় ঐ বীজকে, যাহা নিজের সত্ত্বায় ফলও হইয়া থাকে এবং বীজও হইয়া থাকে এবং ইহার মধ্যে ফল এবং বীজের দিক হইতে কোনটার চাইতেই কোনটা শ্রেয় হইতে পারে না। ইহার সবটাই সম্পূর্ণরূপে খাওয়ার যোগ্য এবং সবটাই বীজও বটে। খোদার পথে খরচাকারীদের দৃষ্টান্ত হিসাবে ইহার চাইতে উত্তম দৃষ্টান্ত নির্বাচিত করা যায় না। ইহার অর্থ এই যে, যাহা কিছু তাহারা খরচ করে উহার ফলও পাওয়া যায়। কিন্তু ফল এইরূপ বীজের আকারে পাওয়া যায়, যাহা নিজেই আরও বীজের সৃষ্টি করে। অর্থাৎ এক দিক হইতে তাহারা তাহাদের প্রচেষ্টা ও কোরবানীর ফল পাইতে থাকে এবং অন্যদিক হইতে তাহারা এইরূপ ফল পাইতে থাকে, যাহা আরো বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং যাহা

আরো অনেক ফল সৃষ্টি করিতে থাকে এবং অনেক বীজ সৃষ্টি করিতে থাকে। তাহাদের আত্মাও আশীস প্রাপ্ত হয় এবং তাহাদের ধন-সম্পদও বরকত প্রাপ্ত হয় এবং তাহাদের সহিত এক সদা-প্রবাহমান আচরণ করা হইয়া থাকে। অর্থাৎ খোদার ফজলে একটি ফলের আকারে লাভ করার পর তথায় উহা শেষ হইয়া যায় না। বরং খোদার ফজলে এইরূপ একটি প্রবাহমান ফলের আকারে পাওয়া যায়, যাহাকে 'কওসর' ও বলা হইয়াছে। অশেষ ফজলের ফল্গুধারা তাহাদিগকে দান করা হইয়া থাকে এবং এবং যতই তাহারা খোদার ফজলের দরুন প্রাপ্ত অর্থ-সম্পদ হইতে খরচ করিতে থাকে, ততই তাহাদের ফলও বাড়িতে থাকে এবং তাহাদের বীজও বাড়ীতে থাকে এবং ততই তাহাদের আত্মাকে সমৃদ্ধশালী ও সম্প্রসারিত করার জন্য শক্তিও সৃষ্টি হইতে থাকে।

ইহা ঐ নক্‌সা, যাহা ইলাহী জামাত সম্বন্ধে সর্বোতভাবে প্রযোজ্য এবং ইলাহী জামাতের 'ইনকাক কি সাবিলিল্লাহ'-কে (আল্লাহর পথে খরচ করাকে) অন্যদের 'ইফাক কি সাবিলিল্লাহ' হইতে পৃথক ও স্বতন্ত্র করিয়া দেখায়। আপনারা ধর্মের ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়া দেখুন এবং অধর্মীয় আন্দোলন বা ধর্মের নামে অধর্মীয় আন্দোলনের ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়া দেখুন যে, উভয়ের 'ইনফাক কি সাবিলিল্লাহ' এর মধ্যে পার্থক্য করার জন্য ইহার চাইতে উত্তম কোন দৃষ্টান্ত দেখা যাইবে না। অর্থাৎ 'ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ'কে গায়ের ফি সাবিলিল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোন উদ্দেশ্যে) এর খরচ হইতে পার্থক্য করার জন্য ইহার চাইতে উত্তম কোন দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। আল্লাহ-তায়ালার উদ্দেশ্যে খরচ করার ব্যাপারে অর্থাৎ খোদার পথে খরচ করার ব্যাপারে জামাতের মধ্যেও আল্লাহতায়ালার এই আচরণই চলিয়া আসিতেছে এবং অন্যত্র আল্লাহ এই বিষয়বস্তুটির বিশদ ব্যাখ্যা দান করিয়া বলেন যে, ইহারা ঐ সমস্ত লোক, যাহাদের ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ' এর দৃষ্টান্ত এইরূপ, যেমন কিনা বলা হইয়াছে اكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير كمثل جنة بربوة اصابها وابل فاتت যে ইহারা খরচ করে এবং ইহাকে বৃদ্ধি করার জন্য এবং ইহাকে হেফাজত করার জন্য খোদাতায়ালা উপকরণ নির্দ্ধারিত করিয়া দেন এবং আল্লাহর তকদীর ইহাকে হেফাজত করে এবং ইহারা লক্ষ্য রাখে যেন ইহাদের পরিশ্রম বৃদ্ধি পায় এবং বিপুল পরিমাণে ফল উৎপাদন করে। ইহাদের এই দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে যে, যাহারা আল্লাহর পথে খরচ করে তাহাদের দৃষ্টান্ত হইল এইরূপ। এইরূপ টিলার উপর এবং এইরূপ উচ্চভূমির উপর বীজের আকারে সেই কোরবানী বপন করা হইয়াছে, যদি উহার উপর প্রবল বৃষ্টিবর্ষণকারী হাওয়া চলে এবং মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয়, তথাপি ঐ জমি এইরূপ নিষ্কর্মা নয় যে, প্রবল বৃষ্টিপাতের দরুণ উহার ফসল বরবাদ হইয়া যাইবে। 'রাবওয়া' (উচ্চভূমি) শব্দটি ব্যবহার করিয়া উহার কারণও বর্ণনা করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কেন প্রবল বৃষ্টিপাত উহার ক্ষতি সাধন করিতে পারে না। কেননা রাবওয়ার অর্থ টিলা জাতীয় ভূমি এবং পাহাড় জাতীয় এলাকা।

অর্থাৎ সুউচ্চ পাহাড় নহে, বরং মালভূমিতে সাধারণতঃ এই দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, তথায় ছোট ছোট টিলা রহিয়াছে, যেখানে পানি জমিতে পারে না। অতি সুউচ্চ পাহাড়ে বড় বড় পাথরখণ্ড থাকে। সেখানে চাষাবাদের দিক হইতে উপযোগী মওসুম থাকে না এবং না সেখানে সম্পূর্ণ উপযুক্ত জমি পাওয়া যায়। কিন্তু এইরূপ এলাকা, যাহাকে 'রাবওয়া' বলা হয়, তথায় চাষাবাদের সুযোগ সুবিধাও থাকে এবং বিপুল পরিমাণে উপযোগী জমি পাওয়া যায় এবং তথায় পানি জমিয়া থাকে না। এইজন্য প্রবল বৃষ্টিপাত হইলেও এই জমির কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারে না যাহা রাবওয়ায় অবস্থিত এবং যদি প্রবল বৃষ্টিপাত না হয়, তাহা হইলে বলা হইয়াছে যে মোমেনদিগকে এইরূপ উর্বর জমি সরবরাহ করা হইয়া থাকে যে শিশির দ্বারাও ঐ চারা গাছ উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে। যদি বৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে শিশিরই যথেষ্ট। অর্থাৎ খোদার তকদীর এই বিষয়ের জামানত দান করে যে তাহাদের কোরবানী বিনষ্ট হইবে না। এইখানে রাবওয়া শব্দটি এমনিতেই দুইটি অর্থ বহণ করে এবং ইহা অসঙ্গত নয় যে এখানে রাবওয়াবাসীদের প্রতিও ইঙ্গিত রহিয়াছে। অর্থাৎ ঐ সমস্ত লোক, যাহারা রাবওয়ার সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং যাহাদের কোরবানীর কেন্দ্রস্থল হইবে রাবওয়া এবং যাহারা রাবওয়ার চতুর্দিকে কোরবানী করিবে, অর্থাৎ যাহারা রাবওয়া কেন্দ্রের অধীনে কোরবানী করিবে, আল্লাহতায়ালা তাহাদের কোরবানীতে অসাধারণ বরকত দান করিবেন এবং যদি বৃষ্টির উপকরণ সৃষ্টি নাও হয়, তথাপি শিশিরই তাহাদের বৃষ্টির মত উৎকর্ষতার উপকরণ হইবে।

আজিকার খোৎবা নূতন আর্থিক বৎসরের প্রথম খোৎবা। এই দিক হইতে আমি এই আয়াতগুলি নির্বাচন করিয়াছি, যাহাতে মালী কোরবানীর ব্যাপারে যেমন আমি সংক্ষিপ্তভাবে জামাতকে দায়িত্বাবলীর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিব তেমনি একটি শুভ-সংবাদও দান করিব যে, আপনাদের অনুকূলে কোরআন করিমের এই ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণ হইয়াছে এবং ইহা আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজল যে আহমদীয়া জামাতের মালী কোরবানীর ক্ষেত্রে এই আয়াতগুলি উহাদের সর্বদিক হইতে বিশদভাবে প্রযোজ্য হইতেছে।

অর্থনৈতিক দিক হইতে, আইনের দিক হইতে, পত্র-পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গীর দিক হইতে বা আলেমদের সভা সমিতি ও তাহাদের অশ্লীল গালাগালির দিক হইতে এবং অন্য যে কোনভাবেই দেখুন না, পাকিস্তানে আহমদীয়া জামাতের উপর যে প্রতিবন্ধকতা বিরাজ করিতেছে, এমতাবস্থায় তথায় জামাতের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং কোরবানী করার শক্তি সম্বন্ধে ইহাই বলিতে হয় যে, তাহাদের জন্য ঐ মৌসুম নাই, যাহাকে মূষলধার বৃষ্টিপাত বলা যাইতে পারে। তথায় তো জাগতিক দিক হইতে শিশিরের মৌসুম বিরাজ করিতেছে। আহমদীরা তথায় তো শিশিরের উপর নির্ভর করিতেছে। কিন্তু খোদার এই ওয়াদা রহিয়াছে যে ঐ সকল জামাত, যাহারা রাবওয়ার সহিত সম্পর্কযুক্ত, অর্থাৎ ঐ টিলার সহিত সম্পর্কযুক্ত যাহা খোদার বরকতের টিলা, তাহাদের জন্য শিশিরই যথেষ্ট প্রমাণিত হইবে। অতএব,

যারপর নাই প্রতিকূল অবস্থার বৎসরেও খোদাতায়ালা সেখানে জামাতকে অসাধারণ মালী কোরবানী করার তওফিক দান করিয়াছেন।

প্রায় দুই মাস পূর্বে নাযের সাহেব বাইতুল মালের নিকট হইতে আমি খুবই সাংঘাতিক আশঙ্কাপূর্ণ চিঠি পাইয়াছিলাম যে প্রায় এক কোটি টাকার চাঁদা এখনো উসুল করা বাকী রহিয়াছে। কিন্তু সময় অল্প রহিয়াছে। তাঁহাকে আমি লিখিয়াছিলাম যে, আপনি কেন ভয় পাইতেছেন? আল্লাহ পূর্বে কখন আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন যে, তিনি এখন আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন? খোদার সত্তার উপর সুধারনা রাখুন। তিনি অশেষ ফজলকারী খোদা। কাজ করুন। পরিশ্রম করুন। ইহাই আপনাদের কাজ। দোওয়ার জন্য বুজুর্গগণকে চিঠি লিখুন এবং অতঃপর আল্লাহতায়ালার উপর ভরসা করুন। প্রায় দুই/তিন সপ্তাহ পূর্বে তাহার নিকট হইতে একটি ভয়ানক আশঙ্কাপূর্ণ একটি চিঠি পাইলাম যে, আপনি বলিয়াছিলেন যে দোওয়া কর, আল্লাহতায়ালার উপর ভরসা কর, বুজুর্গগণকে চিঠি লিখ। আমি সব কিছু করিয়াছি। কিন্তু অল্প কয়েক দিন মাত্র বাকী রহিয়াছে এবং এখনো সত্তর লক্ষ টাকা ঘাটতি রহিয়া গিয়াছে। আমি চিঠিটা খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিয়'ছি, কিন্তু পাইতেছি না। কয়েকদিনের মধ্যেই খুঁজিয়া পাইব। কিন্তু সত্তর লক্ষ টাকা না হইলেও, অঙ্কটা অনেক বড়ই ছিল। যাহাহউক, যাহা আমার স্মরণ আছে তাহা হইল এই যে, প্রায় সত্তর লক্ষ টাকা ঘাটতি রহিয়া গিয়াছে বলিয়া তিনি জানাইয়াছেন এবং এই জন্য ভয়ানক আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহাকে আমি এই চিঠি লিখিয়াছিলাম যে, আমি আপনাকে পূর্বেও লিখিয়াছিলাম। আপনি নিজের কাজ করিয়াছেন। কোন প্রকারের ভীত হওয়ার প্রয়োজন নাই। আপনার জন্য কয়েকদিন রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু খোদার তকদীরের জন্যতো কয়েক দিনের প্রশ্নই নাই। তিনি স্বাধীন। তিনি প্রাচুর্য্যশালী খোদা। তিনি জানেন যে, কোথা হইতে তিনি কখন দান করিবেন। বস্তুতঃ গতরাত্রে টেলিফোনের মাধ্যমে এবং আজ রীতিমত চিঠির মাধ্যমে সংবাদ পাওয়া গেল। বাজেট পুরা করা তাঁহার নিকট খুবই কঠিন বলিয়া মনে হইতেছিল। প্রথমে জামাত দুই কোটি পনর লক্ষ টাকার বাজেট পাশ করিয়াছিল। নাযের সাহেব বাইতুল মালের আশঙ্কা ছিল যে, দুই কোটি পনর লক্ষ টাকার বাজেট খুব বড় বাজেট। তদুপরি চলতি বৎসর কর্মচারীদের বেতন বাড়ানোর দরুন বাজেটে দশলক্ষ টাকা আরো বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইল। অতএব দুই কোটি পনর লক্ষ টাকার পরিবর্তে বাজেট দুই কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকায় পরিণত হইল এবং তাহারা এই কথা বলিতেছিল যে, এই বাজেট পুরণ হওয়া বাহ্যতঃ সম্ভবপর বলিয়া মনে হইতেছে না। অল্প কয়েকদিন রহিয়া গিয়াছে এবং লক্ষ লক্ষ আদায়যোগ্য টাকা বাকী পড়িয়া রহিয়াছে। আজ নাযের সাহেব, বাইতুল মালের স্বহস্তে লেখা চিঠি নাযের সাহেব, আলা প্রেরণ করিয়াছেন, যাহাতে লেখা হইয়াছে যে, জুন মাসের শেষ নাগাদ আল্লাহতায়ালার ফজলে দুই কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ চব্বিশ হাজার টাকা উসুল হইয়া

গিয়াছে এবং উপরোক্ত বর্ধিত বাজেটের চাইতে বিশ লক্ষ টাকা অধিক আল্লাহতায়ালা দিয়া দিয়াছেন এবং এই টাকা এই কয়েকদিনের মধ্যেই দিয়া দিয়াছেন, যখন কিনা তাহারা বলিতেছিল যে এখন সম্ভবপর বলিয়া মনে হইতেছে না। সবাইকে লিখিয়া দিয়াছি। বুজুর্গকেও লিখিয়াছি। সব চেষ্টাই করিয়াছি। কিন্তু আক্ষেপ, আমাদের কোন প্রচেষ্টাই ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয় নাই। ঠিক আছে প্রচেষ্টাতো ফলপ্রসূ হয় না, কিন্তু দোওয়া তো নিশ্চয়ই ফলপ্রসূ হইয়া থাকে এবং দোওয়া কবুলকার খোদা কখনো মোমেনদের আশা ভরসাকে রদ করিয়া দেননা। বরং তিনি আশা ভরসার চাইতে বেশী দান করিয়া থাকেন। ৩০শে জুনের যে বৎসর রহিয়াছে, উহার উসুলী ৩০শে জুনে শেষ হইয়া যায় না। বরং সর্বদা এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে যে ৩০শে জুন পর্যন্ত যে চাঁদা উসুল হয় উহার মধ্যে অনেক চাঁদা পরে আসিতে থাকে। কোন কোন চাঁদা উসুলীর সংবাদ পরে আসে এবং কোন কোন জামাত আগামী কয়েকদিনে, অর্থাৎ জুলাই মাসের প্রথম দুই তিন সপ্তাহে চেষ্টা করিয়া বিগত বৎসরের বকেয়া চাঁদা উসুল করিয়া থাকে।

অতএব দেখুন, যেখানে মূষলধার বৃষ্টিপাতের মওসুম ছিল না, সেখানে শিশির অর্থাৎ আল্লাহর ফজলের শিশির কি নমুনা প্রদর্শন করিয়াছে! খোদার ফজলের শিশির যখন পতিত হয় তখন এইরূপ আশ্চর্যজনক উৎকর্ষতা প্রদর্শন করিয়া থাকে এবং যেমন কি'না আমি বর্ণনা করিয়াছি, ইহাকে আমি ফল মনে করিতেছি না, বরং ইহাকে আমি বীজ মনে করিতেছি এবং এই বীজকে জামাতের আত্মার বীজও মনে করিতেছি এবং জামাতের অর্থ-সম্পদের বীজও মনে করিতেছি। এই একটি নতুন শস্যবীজ হইতে যে সাত শত বীজ উৎপন্ন হইবে উহারা এইরূপ শস্য বীজ নহে, যাহাদিগকে ফল হিসাবে খাইয়া ফেলা হইবে। বরং ঐ সাতশত শস্য বীজ এইরূপ যে, উহারা পুনরায় বীজ হিসাবে ফল উৎপাদন করিবে। যতবার জামাত ইহার একটি অংশ পুণরায় জমিতে বপন করিতে থাকিবে অর্থাৎ খোদার ফজলের জমিতে বপন করিতে থাকিবে, ততবার উহা বিপুলপরিমাণে শত শত গুণে পরিণত হইয়া আবার জামাতের নিকট ফিরিয়া আসিতে থাকিবে। পুণরায় এই ফল ও বীজের চক্র চলিতে থাকিবে। ইহা হইল স্বীয় ঐ সকল বান্দাদের সহিত আল্লাহর সন্তুষ্টির আচরণ, যাহাদের কোরবানীকে তিনি কবুল করেন। খোদার পথে সত্যিকার এবং অকৃত্রিম কোরবানীকারীদের সহিত সদা সর্বদা বিনা ব্যতিক্রমে এই আচরণই করা হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

(কাদিয়ান হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'বদর' ১৪ই আগষ্ট ১৯৮৬ইং)

অনুবাদক :—**নাজির আহমদ ভূঁইয়া**

জুময়ার খোৎবা

(সার সংক্ষেপ)

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[৩১শে অক্টোবর '৮৬ ইং, ননস্পিড (হল্যাণ্ড)স্থিত বাইতুন-নূর মিশন হাউজে প্রদত্ত]

তাহরীকে-জদীদ নববর্ষের ঘোষণা ঃ

তাশাহুদ, তায়াউয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) নিম্নরূপ আয়াতটি তেলাওয়াত করেন ঃ

ان الله اشترى من المومنين اموالهم وانفسهم بان لهم الجنة -

(অর্থাৎ—নিশ্চয় আল্লাহ মুমেনদের নিকট হইতে, তাহাদের জন্য জান্নাত নির্ধারণের বিনিময়ে তাহাদের ধন-সম্পদ ও প্রাণ ক্রয় করিয়া লইয়াছেন।"—অনুবাদক) অতঃপর বলেন ঃ

আজ আহমদীয়া জামাতের আঞ্জুমান (প্রতিষ্ঠান)-সমূহ অথবা আনুসঙ্গিক ('যাইলী') সংগঠন সমূহই হোক —এসব-ই উক্ত আয়াতের প্রতীক ও প্রতিচ্ছবিরূপে পরিদৃষ্ট হয়। এ সকল আঞ্জুমান ও সংগঠনের অধীন আহমদীরা নিজেদের জান, মাল এবং নিজেদের অমূল্য সম্পদ খোদাতায়ালার সমীপে নিরন্তন অকাতরে পেশ করার এক অতীব মনোরম দৃশ্য সম্মুখে তুলে ধরছে। উক্ত আয়াত অনুযায়ী প্রাণ বিসর্জনমূলক কোরবানীর সুযোগও তাদের ঘটতে থাকে কিন্তু তাহ্রীক-জদীদ নিয়মিত 'জীবন ওয়াক্ফ' সংক্রান্ত নেযামের (সাংগঠনিক ব্যবস্থার) জাজ্বল্যমান স্বাক্ষর বহণ করে। মালি কোরবানীর দিক দিয়েও ইহা অন্যান্য আঞ্জুমান বা সংস্থাসমূহ থেকে পিছিয়ে নয়।

হুজুর বলেন, আজ তাহ্রীকে জদীদ-এর 'দফতরে আওয়ালে'র ৫২তম বছর অতীত হয়ে যাচ্ছে, তেমনি 'দ্বিতীয় দফতর'-এর ৩২তম, 'তৃতীয় দফত'র-এর ২১তম এবং 'চতুর্থ দফতর'—যার ঘোষণা আমি বিগত বৎসর করেছিলাম উহার প্রথম সাল অতিবাহিত হচ্ছে। ঐতিহ্য বা প্রচলিত ধারা অনুযায়ী (প্রতিবছর) অক্টোবর মাসের শেষ জুম্য়ায় তাহ্রীকে জদীদ-এর নববর্ষের ঘোষণা করা হয়ে থাকে। সেজন্য আজ আমি প্রথম দফতর-এর ৫৩ তম

বছরের ঘোষণা করছি এবং দ্বিতীয় দফতরের ৩৩ তম বছরের ও তৃতীয় দফতরের ২২ তম এবং চতুর্থ দফতরের দ্বিতীয় বছরের ঘোষণা করছি।

হুজুর বলেন; যে সকল সংগঠনের উপর দায়িত্ব ন্যাস্ত ছিল তারা অত্যন্ত এখলাস ও আন্তরিক নিষ্ঠার সহিত তা সুসম্পাদন করেছে। তা বিস্তারিতভাবে এখানে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা তাদের পরিশ্রমকে অত্যন্ত ফলপ্রসু করেছেন। সেজন্য আমরা আশান্বিত যে ইহকালে যে খোদাতায়ালা অসাধারণরূপে আমাদের কোরবানীসমূহের সুফল এইভাবে বাড়িয়ে দিতে পারেন তিনি পরকালেও আমাদের পরিশ্রম ব্যর্থ হতে দিবেন না।

হুজুর (আইঃ) বিভিন্ন বৎসরের ওয়াদা ও উসুলীর তুলনামূলক পরিসংখ্যান পেশ করে এবং পাকিস্তানে বর্তমান বাধা-বিপত্তি ও প্রতিকূল অবস্থার উল্লেখ করে খোদাতায়ালার ফজল ও অনুগ্রহরাজী বর্ণনা করেন যে কিরূপে জামাত এহেন অবস্থার মধ্য দিয়েও উন্নতি ও অগ্রগতির পথে ধাবমান রয়েছে। হুজুর বলেন, তাহরীকে-জদীদের ওয়াদার (চাঁদা) ক্ষেত্রে যে সকল জামাত বিশেষ উচ্চমানের কোরবানী পেশ করতে সক্ষম হয়েছে সেগুলির মধ্যে করাচী, মুলতান, সাহীওয়াল, পেশওয়ার, রাওয়ালপিণ্ডি ও বাহাওয়ালনগর বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহরীকে-জদীদের প্রারম্ভ কালের অগ্রবর্তী লোকজন, যাঁরা এর প্রথম দফতরে শামিল ছিলেন তাদেরই কোরবানীর এই সুফল যে সারা পৃথিবীময় জামাতের উন্নতি সাধিত হয়ে চলেছে এবং শতাধিক দেশে আজ জামাতসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেজন্য তাদের নামে ধারাবাহিক চাঁদার খাতাসমূহ পুনরুজ্জীবিত ও সচল রাখা উচিত। অতএব, ১১৫০টি অনুরূপ চাঁদা-দাতা মৃত ব্যক্তিদের খাতা পুণর্বহাল হয়েছে এবং বিগত বছর আরো ৩৩৭টি খাতা জারী হয়েছে। হুজুর বলেন, বহিঃবিশ্বে জামাতের বিপুল বিস্তৃতি ঘটার কারণে ঐ সকল খাতা বহাল ও পুনরায় জারী করার ক্ষেত্রে অধিক অনুসন্ধান ও খোঁজ-খবর নেওয়া সম্ভব হয় নাই। কেননা নওজওয়ান বংশধরদের মধ্যে অনেক যুবকই তাদের মোহসেনদের (হিতৈষীদের) সম্বন্ধে জ্ঞাত নয়। সেজন্য আমার খেয়াল হলো, মানুষদেরকে তাদের পিতৃপুরুষদের কীর্তিসমূহের সহিত পরিচয় করাই এবং তাহাদের ব্যাপারে তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত করি। তাহরীকে-জদীদকে টার্গেট দেয়া হয়েছিল যে, যে-সকল খাতা পুনরুজ্জীবিত ও সচল করতে হবে সেগুলির ক্ষেত্রে চলতি (অর্থাৎ '৮৫-'৮৬ইং) বছরে সাত লাখ রুপিয়া বাড়াতে হবে কিন্তু আল্লাহতায়ালার ফজলে সাড়ে এগার লাখ রুপিয়া বৃদ্ধিলাভ করেছে।

আর একটি কথার দিকে হুজুর (আইঃ) দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, উল্লিখিত আয়াতটিতে বর্ণিত কোরবানীর উভয় দিক জামাতের দৃষ্টি গোচর রাখতে হবে, অর্থাৎ শুধু মালি কোরবাণীর ক্ষেত্রেই মানোন্নয়নে ব্রতী হবেন না, বরং মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধিও ঘটাতে হবে। কাজেই চাঁদাদাতা মুজাহেদীনের সংখ্যা বাড়াবার লক্ষ্যে সচেষ্ট হোন, যেমন কিনা আয় (চাঁদা)

বাড়াবার চেষ্টা করা হয়। অতএব, তাদেরকে ১৪ হাজারের টারগেট দেয়া হয়েছিল। এবং যদি তারা ১৪ হাজার পর্যন্ত বাড়াতে পারতেন তাহলে সংখ্যা ৬০ হাজারে পৌঁছাতো। কিন্তু জানা গিয়েছে যে আল্লাহতায়ালার ফজলে সংখ্যা ৬৬ হাজারে উপনীত হয়েছে। হুজুর বলেন, চতুর্থ দফতরে মাত্র এক বছরেই চাঁদাদাতা মুজাহেদিনের সংখ্যা এগার হাজার চারশ' পঞ্চাশে দাঁড়িয়েছে, যাদের মধ্যে রয়েছে অধিকাংশই বালকরা এবং কিছু সংখ্যক যুবকও হবে যারা পূর্ববর্তী দফতরে শামিল হতে পারে নাই। এমনি ধারায় আল্লাহতায়ালার ফজলে তাহরীকে-জদীদের দ্বারা জামাতের নুতন বংশধরদের ধারাবাহিক হেফাজতের ব্যবস্থাও জারী হয়ে গেছে।

হুজুর বলেন, বিশ্বের অন্যান্য সব দেশে চাঁদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পাকিস্তানের বর্তমান অবস্থাবলীর সরাসরি প্রভাব ক্রিয়াশীল রয়েছে। সারা জগতের মোল্লারাও যদি মিলিত হয়ে জামাত আহমদীয়াকে ধ্বংস করে দিতে তৎপর হয় তাহলে খোদাতায়ালা আপনাদেরকে নিশ্চিত প্রত্যয়দান করছেন যে তাদের প্রতিটি প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে আপনারা অগ্রসরমান হবেন এবং ক্রমাগত অগ্রসরমান হতে থাকবেন।

উসুলীর অসাধারণ গতিবৃদ্ধির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হুজুর বলেন, ওয়াদার পরিমাণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যে সকল জামাত অসাধারণরূপে অগ্রসরমান হয়েছে তাদের মধ্যে প্রথম সাঁড়িতে রয়েছে জার্মানী। দ্বিতীয় ধাপে আছে কানাডার জামাত। ইংল্যাণ্ড তৃতীয় ধাপে হল্যাণ্ড চতুর্থ ধাপে এবং আমেরিকা পঞ্চম ধাপে। অতঃপর ঘানা, আইভারী কোষ্ট, তাঞ্জানিয়া এবং ইউগাণ্ডার জামাত সমূহের উন্নতি প্রসঙ্গে উল্লেখ করে হুজুর বলেন যে, এ সকল দেশের জামাতসমূহ কোরবাণীর ময়দানে অগ্রসরমান হওয়ার ক্ষেত্রে অসাধারণভাবে নিজেদের গতি বৃদ্ধি করেছে। তেমনিভাবে হুজুর (আইঃ) অন্যান্য অবস্থাও সবিস্তারে উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, চতুর্থ খেলাফৎকালে যেমন অসাধারণভাবে দুশমনদের পক্ষ থেকে বিরোধিতা বেড়েছে ; তেমনি অসাধারণভাবে প্রত্যেক প্রকারের কোরবানীর স্পৃহাও বৃদ্ধি লাভ করেছে। অতএব, চার বৎসর যাবৎ অব্যাহত বিরোধিতার কালে পাকিস্তানে জামাতের মালি কোরবানী দ্বিগুণ বৃদ্ধি লাভ করেছে এবং বহিঃবিশ্বে অপরাপর দেশের জামাত সমূহ এ চার বছর কালে সামগ্রিকভাবে মালি কোরবাকীর ক্ষেত্রে দশগুণ অগ্রসরমান হয়েছে এবং তাহরীকে-জদীদের চাঁদা অন্যান্য আর্থিক কোরবানী দশভাগের এক ভাগও নয়।

হুজুর বলেন, 'জীবন ওয়াক্‌ফ'-এর ক্ষেত্রে অসাধারণ অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। স্বেচ্ছাসেবী কর্মীরাও বড়ই জযবা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার সহিত এগিয়ে আসছেন এবং আজীবন স্থায়ী ওয়াক্‌ফের দিকেও মনোযোগ বাড়ছে। মাতা-পিতারা তাদের সন্তানদেরকে উৎসর্গ করেছেন এবং এ ক্ষেত্রে তাদের চেহারায় উৎফুল্ল চিত্ততা ভাসতে থাকে। কাজেই নিঃসন্দেহে বলতে হয় যে, একমাত্র জামাত আহমদীয়ার উপরই এ আয়াতটি প্রজোয্য হয়

এবং জামাত আহমদীয়াই এ আয়াতটির একমাত্র প্রতীক ও প্রতিচ্ছবি : "ইন্নাল্লাহাশ-তারা মিনাল মুমেনীনা আমওয়ালাহু ওয়া আনফুসাহুম বে-আন্না লাহুমুল জান্নাহ।" (—অর্থাৎ "মুমেনদের জন্য নিশ্চিত জান্নাত--এর বিনিময়ে আল্লাহ তাদের নিকট থেকে তাদের ধন-সম্পদ ও তাদের জীবন-প্রাণ ক্রয় করে নিয়েছেন।" —অনুবাদক)।

হুজুর বলেন, একতো হল সেই জান্নাত, যা পরকালে লাভ হবে, কিন্তু ইহকালেই আমরা এর দৃশ্যাবলী দেখতে পাচ্ছি। হুজুর বলেন, অতএব আল্লাহতায়ালার ফজল ও অনুগ্রহক্রমে এ সকল ওয়াদার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন যে আপনারাই, হাঁ আপনারাই হলেন ঐ সব ব্যক্তি যারা সারা বিশ্বের রূপরেখা বদলাবে। আলবাৎ, আপনারা ছাড়া তারা আর কেউ নয়।

সানী খোৎবা পাঠ কালে হুজুর (আইঃ) এ বিষয়টির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, যে-দেশেই আমরা বাস করি সে দেশে প্রত্যেক বক্তার উচিত সেখানকার স্থানীয় ভাষায় খোৎবা বা ভাষণ দান করা। কিন্তু তা যদি সম্ভবপর না হয়, তাহলে তরজমার ব্যবস্থা থাকা উচিত। তারপর হুজুর মোহতারম মাওলানা আবুল আতা জলন্ধরী (রহঃ)-এর ছোট ভাই হাফেজ অবদুল গফুর সাহেব (জাপানের সাবেক মোবাল্লেগ) এবং একজন স্থানীয় ডাচ আহমদী জনাব আবদুল লতিফ Vanleeuwan, মৃত্যুকালে যাঁর বয়স হয়েছিল ছিয়াশি বছর—এ উভয়ের নামায-যানাযা-গায়েব আদায় সম্বন্ধে ঘোষণা করেন। অতঃপর বলেন, একটি বিষয় বলতে ভুলে গিয়েছিলাম যে নববর্ষ সূচনা উপলক্ষে প্রতিটি জামাত সম্মুখে আগাবার চেষ্টা করে থাকে। 'ইংল্যাণ্ড জামাত আহমদীয়া' তাহরীকে-জদীদের নববর্ষের ওয়াদা পাঠিয়ে দিয়েছে। হুজুর বলেন, আমি যখন ইংল্যাণ্ডে এসেছিলাম তখন তাদের তাহরীকে-জদীদের ওয়াদা ছিল পয়ত্রিশ হাজার পাউণ্ড। পরবর্তী বছর তাঁরা উহা বাড়িয়ে পঞ্চশ হাজার পাউণ্ড করেছিলেন এবং এবছর ষাট হাজার পাউণ্ড ওয়াদা করেছেন।

(লণ্ডন মিশন থেকে প্রেরিত বুলেটিন)

অনুবাদ : মৌঃ **আহমদ সাদেক মাহমুদ**

"সেই ব্যক্তিও বড়ই নির্বোধ, যে এক দুরন্ত, পাপী, দুরাত্মা এবং দুরাশয় ব্যক্তির পীড়নে চিন্তিত; কারণ সে (দুরাশয় ব্যক্তি) নিজেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। যদাবধি খোদা আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তদাবধি এরূপ ব্যাপার কখনও ঘটে নাই যে, আল্লাহ সাধু ব্যক্তিকে বিনষ্ট ও ধ্বংস করিয়াছেন এবং তাহাদের অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া দিয়াছেন; বরং তিনি তাহাদিগের সাহায্যকল্পে চিরকালই মহা নিদর্শন সমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং এখনও করিবেন।" ['আমাদের শিক্ষা' ৯৭ পৃঃ] —হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)

হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-র
পবিত্র পয়গাম

[২৪, ২৫ ও ২৬শে অক্টোবর, ১৯৮৬ইং তারিখে অনুষ্ঠিত মঃ খোঃ আঃ বাংলাদেশের ১৫তম বার্ষিক ইজতেমা উপলক্ষে হুজুর (আইঃ) উক্ত পয়গাম প্রেরণ করেন]

প্রিয় ভ্রাতাগণ,

আচ্ছালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আমি জানিয়া আনন্দিত হইলাম যে, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ ইহার ১৫তম বার্ষিক ইজতেমা ২৪শে হইতে ২৬শে অক্টোবর ১৯৮৬ইং অনুষ্ঠিত করিতেছে। আল্লাহতায়ালা ইহাতে প্রভূত কল্যাণ বর্ষণ করুন এবং ইসলামের বিস্তৃতি দানের অগ্রযাত্রায় ইহা আরও এক Mile Stone-এর কারণ হউক। এই বার্ষিক ইজতেমাকে তিনি আশিষ-মণ্ডিত করুন এবং ইহাতে যোগদানকারী সকলে ইহা হইতে ফায়দা লাভ করুক।

আজকাল বার্ষিক সম্মেলন আমাদের জীবনের এক মূল্যবান উপাদানে পরিণত হইয়াছে এবং আমাদের তরবীয়তি কার্যক্রম ও প্রচার তৎপরতায় ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অতএব, ইহাদের গুরুত্বানুযায়ী আমাদের দায়িত্বাবলীও বৃদ্ধি পাইয়াছে! ইহা আমাদের নিজদিগকে সুসজ্জিত করার এক সুযোগ, পিছনের অবস্থান বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া ভবিষ্যতে উত্তম পরিকল্পনা কার্যকর করিতে সঠিক কর্মসূচী প্রণয়ন করিতে হইবে। ভাবনার ও বিরামের সময়ও নাই। অগ্রযাত্রা বজাইয়া রাখিয়া সেই সাথে চিন্তাভাবনা করিয়া আমাদিগকে পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে। সময়ের সাথে তাল মিলাইতে আমাদিগকে দ্রুততার সাথে অগ্রসর হইতে হইবে।

অতএব, তোমাদের জন্য আমার পয়গাম এই যে, তোমাদিগকে হুশিয়ার হইতে হইবে এবং তোমাদের আজ্ঞাধীন সকল উপায় উপকরণ দ্বারা তোমাদিগকে দাওয়াতে ইলাল্লাহর মহান জিহাদে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। আমরা কিছুই নহি যদি না দায়ী-ইলাল্লাহ হইতে পারি। ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, কেহ নিজ প্রচেষ্টায় যতটা অগ্রসর হইয়া থাকে আল্লাহও তার সাহায্যার্থে ততটা আগাইয়া আসেন। তোমাদের দায়ী ইলাল্লাহ'র সকল প্রচেষ্টায় তিনি নিঃসন্দেহে ফলদান করিবেন।

অতএব, তোমাদের উচিত—সর্বাত্মক চেষ্টা করা। দৃঢ় মনোবল ও এস্তেকামাতের সহিত পৃথিবীর কোনায় কোনায় আহমদীয়াতের নূরের বিস্তৃতি দানের উদ্দেশ্যে বিশ্বস্ততার সহিত সর্বস্ব নিয়োজিত করিয়া তাঁহার (আল্লাহর) সাহায্য যাচনা করা। তাঁহার সাহায্যের ব্যাপারে পূর্ণ আস্থা রাখ এবং বিনয়, সদাচার ও বিগলিত দোয়ার সহিত উহা লাভ করিতে প্রচেষ্টারত হও।

আল্লাহ তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টাকে কৃতকার্যতার সহিত আশিসমণ্ডিত করিয়া উহা কবুল করুন এবং শীঘ্র ইসলামের বিজয় সমগ্র বিশ্বকে পরিবেষ্টন করুক। (আমীন!) ওয়াস্সালাম।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

তাং—১৫ই অক্টোবর, ৮৬ইং

(মীর্যা তাহের আহমদ)
খলিফাতুল মসীহ রাবে

অনুবাদঃ **মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ**

সুলতানুল কলম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-র গ্রন্থ-পরিচিতি

"অসীর কর্ম আমি মসীতেই সাধিয়াছি।" —'দুররে সমীন'

[সাম্প্রতিক কালে বিশেষ একটি মহল কতিপয় পত্রিকার আখেরী জামানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর রচিত গ্রন্থাবলী থেকে 'কাট-ছাঁট' করে উদ্ধৃতি দিয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে।

অতএব, আমরা সভ্য-জগতের হাতিয়ার 'কলম' হস্তে প্রেরিত সুলতানুল কলম হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)' রচিত গ্রন্থাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পাঠকদের জ্ঞাতার্থে পেশ করছি। আশা করি, পাঠকবর্গ এই পরিচিতি পাঠে 'লিখনি-সম্রাটের 'ক্ষুরধার লিখনি' ইসলামের পুনঃ প্রতিষ্ঠায় কতখানি কার্যকরী অবদান রেখেছে তাহা হৃদয়ঙ্গমে সক্ষম হবেন।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—১৩)

(২৩) ইতমামুল হুজ্জা (সন্দেহাতীত ব্যাপক প্রমাণ)

অমৃতসরের জনৈক আলেম মৌলবী রসুল বাবা বনি ইসরাইলীয় নবী হযরত ঈসা (আঃ) মৃত্যু বরণ না করে স্বশরীরে আকাশে জীবিত রয়েছেন বলে প্রমাণ করার ব্যর্থ প্রয়াসে এক গ্রন্থ প্রকাশ করে। বাগাড়ম্বর ভরে সে আরও ঘোষণা করে যে, যে কেহ হযরত ঈসা (আঃ) জীবিত নন প্রমাণ করতে সক্ষম হলে তাকে সে ১,০০ রুপী পুরস্কারও দিবে।

হযরত ঈসা (আঃ)-র মৃত্যু প্রমাণ করার এ সুযোগটি হযরত আহমদ (আঃ) হাত ছাড়া করতে চাইলেন না। তিনি মৌলবী রসুল বাবা প্রদত্ত হযরত ঈসা (আঃ)-র জীবিত থাকার যুক্তিগুলির অসারতা প্রতিপন্ন করে 'ইতমামুল হুজ্জা' গ্রন্থটি প্রণয়ন করলেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি অকাট্য ও জোড়ালো যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা হযরত ঈসা (আঃ)-র স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করার বিষয়টিও সপ্রমানিত করেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি মৌঃ রসুল বাবাকে স্ব-ঘোষিত পুরস্কারের ১০০০ রুপী তিনজন ব্যক্তির নিকট জমা রেখে তা হযরত আহমদ (আঃ)-কে অর্পিত করতে বলেন। এমন কি হযরত আহমদ (আঃ) এবং মৌঃ রসুল বাবার মধ্যেকার ঈসা (আঃ)-র মৃত্যু বা জীবিত থাকার বিরোধটির নিষ্পত্তিতে হযরত আহমদ (আঃ) তাঁর অন্যতম চরম বিরুদ্ধাচরণকারী মৌঃ মোহাম্মদ হোসাইন বাটালবীকেও বিচারক হিসাবে মেনে নিতে সম্মতি প্রকাশ করেন। অবশ্য সেই সাথে তিনি শর্ত আরোপ করেন যে, মৌলবী মোহাম্মদ হোসাইন বাটালবীকে আল্লাহর নামে শপথ করে বলতে হবে যে বিচারক হিসাবে রায়দানকালে সে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেছে এবং যদি তা না করে সে কোন পক্ষপাতিত্ব করে থাকে তবে যেন আল্লাহর কোপানলে পতিত হয়।

ইতমামুল হুজ্জা গ্রন্থটির কয়েক কপি অমৃতসরের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট রেজিষ্টিকৃত ডাকযোগে প্রেরণ করা হয়। অনুরূপভাবে রেজিষ্ট্রি ডাকে মৌঃ মোহাম্মদ হোসাইন বাটালবী এবং মৌঃ রসুল বাবাকে-ও পাঠানো হয়। কিন্তু পরবর্ত্তীতে এদের কেহই কোনরূপ ইচ্চ-বাচ্য করলেন না।

বলা বাহুল্য মৌঃ রসুল বাবা হযরত আহমদ (আঃ)-র অন্যতম ঘোর মোখালেফ ছিল এবং যে মৌঃ সাহেব ঈসা (আঃ)-র জীবিত থাকা সাব্যস্ত করতে চাচ্ছিল সে নিজেই ১৯০২ সনের ৮ই ডিসেম্বর গ্রন্থি-স্ফীতিযুক্ত প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

(২৪) আরিয়া ধরম (আর্য্য ধর্ম)

দীর্ঘদিন ধরে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকগণ ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করে আসছিল এবং তারা রসুলে করীম (সাঃ)-র ব্যক্তি জীবনের প্রতি কটাক্ষ করে অশালীন ভাষায় রচিত বহু পুস্তক-পুস্তিকাদিও প্রচার করে। কাদিয়ানের আর্য্যসমাজীরাও একই পন্থায় ন্যাক্কার-জনক পদ্ধতিতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-র ব্যক্তি চরিত্রকে অবমাননা করার দুঃসাহস প্রদর্শন করে। তাদের অপবিত্র উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে তারা প্রচার-পত্র বিলি শুরু করে। হযরত আহমদ (আঃ) এ সকল প্রচারপত্রের জবাব দানের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুধাবন করলেন। আর্যসমাজীদের উদ্ধেশ্যের স্বরূপ সুস্পষ্ট হয়ে উঠল যখন কিনা আর্য্য নেতা পণ্ডিত দয়ানন্দ বারবার তার অনুসারীদের জোর তাকিদ দিতে শুরু করল যে, আর্য্যগণ যেন তাদের স্ত্রী, কন্যা ও পুত্রবধূদের দ্বারা 'নিয়োগ'-এর মহৎ কর্ম (?) সম্পাদন করতে সচেষ্ট হয়। নিয়োগ প্রথার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আর্য্য-পণ্ডিত ইসলামে বর্ণিত নারী পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্ক, পুরুষদের একাধিক বিবাহ, ক্রীতদাসীদের বিবাহ, তালাক ইত্যাদির প্রতি হীন আপত্তি উথাপন করে।

এমতাবস্থায় হযরত আহমদ (আঃ) ১৮৯৫ সনে 'আরিয়া ধরম' গ্রন্থটিতে নিয়োগ প্রথার বিস্তারিত বিচার বিশ্লেষণ করে ইহা যে কতটা কদর্য্য এবং কোন ক্রমেই 'ধর্মীয় প্রথা'র মর্যাদা পেতে পারে না তাহা সুস্পষ্ট করে দেন। নিয়োগ প্রথায় একজন স্ত্রীকে এই অনুমতি দেয়া হয় যে, সে তার স্বামীর জন্য সন্তান জন্মদানের উদ্দেশ্যে পর-পুরুষের সঙ্গলাভ করবে। এর চেয়ে অধিক ঘৃণ্য ও লজ্জাস্কর আর কোন্ বিষয় হতে পারে যে একজন স্বামী সন্তান লাভের আশায় নিজ স্ত্রীকে অন্য পুরুষের সংসর্গে যেতে দিবে? ন্যাক্কারজনক এই হীন কর্মের মোকাবেলায় ইসলামের পবিত্র শিক্ষা কতই না মাধুর্য্যপূর্ণ!

গ্রন্থটি শেষ করার পূর্বে হযরত আহমদ (আঃ) সকল ধর্মাবলম্বীগণের উদ্দেশ্যে এক বিজ্ঞপ্তি প্রদান করেছেন। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন যে, কোন ধর্মের বিষয়ে কাহারও এমন ভাষা প্রয়োগ করা উচিত নয় যা অন্যের অনুভূতিকে পীড়া দেয় এবং এমন গুরুতর বিষয় অবশ্যই প্রশাসনের দৃষ্টিগোচর হওয়া জরুরী, যা কিনা অশান্তি

ও অস্থিরতার কারণ হতে পারে। ইহা কার্যকর করতে তিনি ১৮৯৫ সনের ২৩শে সেপ্টেম্বর কয়েকটি নির্দিষ্ট নীতিমালা পেশ করেন। যাহা নিম্নরূপ ঃ

ক) অন্য ধর্মগ্রন্থের এমন বিষয়ে কেহ আপত্তি উথাপন করবে না, যা তার নিজ ধর্ম-গ্রন্থেও পাওয়া যায়।

খ) কতিপয় নির্দিষ্ট ধর্মগ্রন্থাবলী, যেগুলিকে কেহ পবিত্র বলিয়া জানে ও প্রচার করে থাকে, সেগুলি ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থের বিষয় তার প্রতি আরোপ করা চলবে না। অতএব, আলোচনায় উদ্ধৃতি দানকালে কেবলমাত্র ঐ সকল গ্রন্থাবলীরই উদ্ধৃতি দিতে হবে যেগুলি পবিত্র বলে সে ঘোষণা দান করে থাকে।

যেখানে বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত নীতিমালা অনুসৃত হলে রসুলে করীম (সাঃ)-র উপর অমুসলমানদের অবমাননাকর হীন কটাক্ষের অবসান ঘটতো সেখানে কিন্তু আশ্চর্য্যজনক বিরূপ প্রতিক্রিয়া তথাকথিত মুসলমান উলামারাই প্রদর্শন করলেন। তারা হযরত আহমদ (আঃ) পেশকৃত নীতিমালার ঘোর বিরোধিতা করে নবী আকরাম (সাঃ)-র মর্যাদা (!) সাব্যস্ত করলেন যা চার সহস্রাধিক রসুল-প্রেমিকের স্বাক্ষরযুক্ত ছিল।

(২৫) সৎ-বচন (সৎকথা)

সৎবচন গ্রন্থটি রচনার কারন জানাতে হযরত আহমদ (আঃ) আলোচ্য গ্রন্থের সুচনাতেই পাঠকগণকে অবহিত করেন যে, বাবা নানকের বিরুদ্ধে আর্য্যসমাজীদের উথাপিত আপত্তির খণ্ডন করতে তিনি এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। বাবা নানক সত্যভাষী, সঠিক পথের অনুসারী অলি-আল্লাহ বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। এই গ্রন্থে তিনি আর্যসমাজীদের বাবা নানকের প্রকৃত মর্যাদা অনুধাবন করে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণের আহ্বান জানান।

এই গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে তিনি জনগণকে আরও অবহিত করেন যে, বাবা নানক তাঁর কথায় ও কার্যে একজন মুসলমান ছিলেন। বেদের অসারতা হৃদয়ঙ্গম করায় বাবা নানক বেদ পরিহার করে ইসলামের উপর ঈমান আনেন এবং ইসলামী জীবন-যাত্রা নির্বাহ করেন। তিনি (বাবা নানক) স্বরচিত কবিতাগুচ্ছে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দান করেছেন যে ইসলামী কলেমা—'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'-তে পূর্ণ বিশ্বাস এবং নিজ জীবনে উহা রূপায়নে প্রকৃত নাজাত (মুক্তি) নিহিত রয়েছে। মুসলমান আউলিয়াগণের হস্তে তিনি নিজে ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং কিছুকাল বিভিন্ন আউলিয়াগণের সমাধিস্থল যিয়ারত করেন। তিনি দুইবার হজ্বব্রতও পালন করেন। তাঁর পরিধেয় বস্ত্র 'চোলা সাহেব' তাঁর মুসলমান থাকার বিষয়টিকে সন্দেহাতীত রূপে প্রমাণ করেছে। উক্ত 'চোলা সাহেব' —এ ইসলামী কলেমা, কুরআন মজীদের সুরা ফাতেহা সুরা এখলাস, আয়াতুল কুরসী ইত্যাদিসহ অন্যান্য কুরআনী আয়াত সমুহ লিপিবদ্ধ রয়েছে।

শিখ সম্প্রদায় যারা নিজদিগকে বাবা নানকের অনুসারী বলে দাবী করে থাকে, তারা কিন্তু বাবা নানক একজন মুসলমান ছিলেন হযরত আহমদ (আঃ)-র এই উদ্ভাবনকে

মেনে নিতে প্রস্তুত হোল না। তাই এই গ্রন্থে হযরত আহমদ (আঃ) তাদের (শিখদের) গ্রন্থাবলী 'জনম সাখী' থেকে বহু উদ্ধৃতি প্রদান করে বাবা নানক মুসলমান থাকার বিষয়টি প্রমাণ করেন। বাবা নানক যে মুসলমান আউলিয়াগণের সমাধিস্থলে অবস্থান করেছেন উহার ঐতিহাসিক প্রমাণ এবং চোলা সাহেবের ইতিহাস ও উহার একটি নকশাও হযরত আহমদ (আঃ) এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি আরও মত প্রকাশ করেন যে, বাবা নানক মুসলমান থাকার বিষয় প্রকাশকারী তিনিই প্রথম ব্যক্তি নন, অতীতেও পণ্ডিত ব্যক্তি-গণ অনুরূপ ধারণা প্রকাশ করেছেন। উদাহরণ হিসাবে তিনি Hughes Dictionary of Islam থেকে একটি উদ্ধৃতি পেশ করেন।

কোন ধর্মে বিধৃত নীতিমালা মানব প্রকৃতি সম্মত হওয়া, উহার সত্যতা নিরূপনের ক্ষেত্রে নির্ণায়ক ও নিয়ামক বৈশিষ্ট বলে পরিগণিত হয়ে থাকে। ভারতে বৃটিশ সরকার প্রদত্ত ধর্মীয় স্বাধীনতার উদারনীতির উল্লেখ করে হযরত আহমদ (আঃ) অভিমত প্রকাশ করেন যে ইহাতে বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক বিশ্লেষণ দ্বারা সত্যানুসন্ধানের মহান সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে, ইসলামের বিস্তার দানের যে সুযোগ বৃটীশ সরকার কালে তিনি পেলেন তা অতীতের বহু রাজা-বাদশাহর কালে পাওয়া যেত না।

এই গ্রন্থে তিনি ছাপাখানা স্থাপনের উল্লেখও করেন, যা বিপুল সংখ্যক জনগণকে সত্যের পয়গাম পৌঁছাতে সহায়ক হয়েছে।

অতঃপর তিনি উপমহাদেশে বিদ্যমান তিনটি ধর্ম—আর্য্য ধর্ম, ত্রিত্ববাদ এবং ইসলামে বর্ণিত শিক্ষা ও নীতিমালার প্রতি বিশদভাবে বিশ্লেষণমূলক আলোকপাত করেন।

ইসলামে বর্ণিত শিক্ষা ও আদর্শের বিবরণ দান করতে হযরত আহমদ (আঃ) অভি-মত প্রকাশ করেন যে ইসলামের দর্শন ও নীতিমালা সম্পূর্ণরূপে মানব প্রকৃতি-সম্মত। আল্লাহর উপর ঈমান আনয়নের ক্ষেত্রে ইসলামের শিক্ষা ও দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের উদ্দেশ্যে তিনি উদাহরণ সহকারে মতপ্রকাশ করেন যে, যদি সকল ধর্মগ্রন্থেরই বিলুপ্তি ঘটে তবুও 'অনুসন্ধানী মানব' বিশ্ব-প্রকৃতিতে ইসলামে বর্ণিত আল্লাহর দর্শন লাভে সক্ষম হবে। তৎপর তিনি এই তিন ধর্মের শিক্ষার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে এই তিনের মধ্যে ইসলামই সর্বোত্তম এবং এখন কেবলমাত্র ইসলামই আল্লাহর নিকট গ্রহণীয়।

এই গ্রন্থে তিনি হাওয়ারীদের (হযরত ঈসা আঃ-র সাহাবী) ব্যবহৃত মলমের উল্লেখ করেন যাহা 'Balm of Jesus' বলে পরিচিত। ইহাকে তিনি এ বিষয়ের প্রমাণ রূপে পেশ করেন যে হযরত ঈসা (আঃ)-কে ক্রুশে পেরেক বিদ্ধ করে মূর্ছিত অবস্থায় নামানোর পর পেরেক বিদ্ধ স্থানে সৃষ্ট ক্ষতে উক্ত মলম ব্যবহার করে সাহাবীগণ তাঁকে আরোগ্য করে তুলেন।

(ক্রমশঃ)

[Inttroducing the books of the Promised Messiah (P) অবলম্বনে লিখিত]

মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ

একটি ঐশী-প্রতিশ্রুত আন্দোলনের রূপরেখা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—২০)

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর কার্যাবলী এবং সত্যতার নিদর্শনাবলী ঃ

বর্তমান যুগের জন্য ঐশী-প্রতিশ্রুত আধ্যাত্মিক আন্দোলন সম্পর্কে পবিত্র কুরআন, হাদীস ও অন্যান্য ধর্মের পুস্তকাবলীতে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী-ভিত্তিক পটভূমি আলোচনার পর এখন আমরা ঐ সকল ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া জামাতের উদ্দেশ্যাবলী, বাস্তবক্ষেত্রে গৃহিত সংস্কার ও প্রচারমূলক কার্যাবলী এবং এই জামাতের প্রতিষ্ঠাতার দাবীর সত্যতা-প্রতিপন্নকারী কতিপয় ঐশী নিদর্শনাবলীর উল্লেখ করবো।

আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী ঃ

আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআনের সুরা জু'ময়া (৩ ও ৪ আয়াতে) হযরত রসুলে আকরাম মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আগমনের দুটি পর্যায়ের উল্লেখ করেছেন ঃ একটি ইসলামের প্রথম যুগে এবং অন্যটি আখেরীনদের মধ্যে অর্থাৎ আখেরী যুগে। আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, যে, আখেরী যুগে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর 'বুরুজ' বা 'যিল' (প্রতিবিম্ব) হিসেবে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব হওয়ার মাধ্যমে সুরা জু'মায় বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করেছে (আখেরীনদের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সশরীরে পুনরায় আবির্ভাব বা পূনর্জন্ম হওয়া ইসলামের মৌলিক নীতির পরিপন্থী)। উক্ত সুরায় হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর আগমণের যে চারটি প্রধান উদ্দেশ্যের উল্লেখ রয়েছে সেগুলি তাঁর আবির্ভাবের উভয় পর্যায়ের জন্যই প্রযোজ্য। ফলতঃ আখেরী যুগে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাবের চারটি মূল উদ্দেশ্য হলো ঃ—

(ক) আল্লাহতায়ালার নিদর্শনাবলী (আয়াত) বর্ণনা করা ;

(খ) অনুসারীদিগকে পবিত্র আখলাক ও পরিশুদ্ধ ও সুসভ্যজাতি (ইউয়াক্কিহিম) হিসেবে গড়ে তোলা ;

(গ) পবিত্র কুরআনের শিক্ষাদানের জন্য (ইউয়াল্লেহুমুল কিতাব) সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং

(ঘ) পবিত্র কুরআনের অন্তর্নিহিত জ্ঞানের (হিকমত) শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা এবং এই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আলোকে পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানকে মানব-কল্যাণের পথে পরিচালিত করা।

উপরোক্ত মৌলিক উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা কিভাবে বিশ্বব্যাপী ইসলামী তালিম, তরবীয়ত ও তবলিগের জন্য সুদূর-প্রসারী

কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন তা পরে আলোচনা করা হবে। আপাততঃ উপরোক্ত চারটি মুল উদ্দেশ্যাবলীর প্রেক্ষিতে আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠার প্রধান লক্ষ্য এবং প্রচেষ্টার মুল বিষয়গুলো নিচে উল্লেখ করা হলো :—

(১) আকাশে 'উঠে-যাওয়া' ঈমানকে পুনরায় পৃথিবীতে ঐশী-প্রতিশ্রুত পদ্ধতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করা ("লাও কানাল ঈমানু মুয়াল্লাকান ইনদাস সুরাইয়া"—সম্পর্কিত বুখারী শরীফের বর্ণনা দ্রষ্টব্য)।

(২) ঐশী-অনুমোদিত ইসলামী খেলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে বর্তমান কালের যাবতীয় অন্যায় ও অনাচার দূর করতঃ শান্তি সৌহার্দ্য এবং কল্যাণময় সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করা (সুরা নূর : ৫৬—৫৮ আয়াত এবং সুরা আলে ইমরান : ১০৪, 'খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুয়াত' সম্পর্কিত হাদিস দ্রষ্টব্য)।

(৩) ইসলামী খেলাফতের নেতৃত্বাধীনে আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহ-সিক্ত নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, আল্লাহর ইবাদত কায়েম করা, শিরকের মূলোৎপাটন করা, অবিশ্বাস ও বিদ্রোহের পরিবর্তে বিশ্বাস ও আজ্ঞানুবর্তিতার শিক্ষা ও আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা। (ঐ)

(৪) ইসলামী নামায ও যাকাত ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে ঐশী সাহায্য ও করুনা কামনা করা (ঐ)।

(৫) অস্বীকারকারী এবং বিরুদ্ধবাদীদের সর্বপ্রকার বাধা-বিঘ্ন এবং অপচেষ্টা সত্বেও ঐশী-পরিকল্পনা অনুযায়ী ঐশী-প্রতিশ্রুত নেযাম তথা খেলাফতের অধীনে থেকে ক্রমাগত ধারায় উন্নতি লাভ করা (ঐ)।

(৬) প্রতিশ্রুত সংস্কারক এবং ঐশী প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবী পেশ করা এবং কতকগুলি বিশেষ বিশেষ কার্যসম্পাদন করা। এই সকল কার্যসম্পর্কে হাদিসের বিভিন্ন বর্ণনার মধ্যে নিম্নোক্ত তিনটি বর্ণনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—

o "ওয়াল্লাযী নাফসী বে-ইয়াদেহি লাইউশেকুন্না আইঁ-ইয়ানজিলা ফিকুম ইবনে মার-ইয়ামা হাকামান আদলান ফা-ইয়াকসিরুস সালীবা ওয়া ইয়াকতুলুল খিনজিরা ওয়াইয়া জাউল জিযাইয়া.....কায়ফা আনতুম এযা নাযালাবনা মার-ইয়ামা ফিকুম ওয়া ইমামাকুম মিনকুম।"

অর্থঃ—"আমি তাঁর শপথ করে বলছি যাঁর হাতে আমার জীবন রয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে ইবনে মরিয়ম আবির্ভূত হবেন মীমাংসাকারী ন্যায়-বিচারক হিসেবে। অতঃপর তিনি ক্রুশ ধ্বংস করবেন, শুকুর বধ করবেন এবং যিযিয়া রহিত করবেন.....তোমরা কত সৌভাগ্য শালী হবে যখন তোমাদের মধ্যে ইবনে মরিয়ম আবির্ভূত হবেন এবং তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের ইমাম হবেন।" (বুখারী শরীফ : বাব নযুলে ঈসা ইবনে মারইয়াম)।

o "লাল মাহদী ইল্লা ঈসা ইবনে মরিয়ম" । অর্থ ঃ—"ঈসা ইবনে মরিয়ম ব্যতীত অন্য কোন মাহদী নাই।" (ইবনে মাজা)।

o "ইউশখুমান আশা মিনকুম আইঁ-ইয়ালকা ইসাবনা মারইয়ামা ইমামান মাহদীয়ান ওয়া হাকামান আদলান ফা-ইয়াকসিরুস সালিবা ওয়া ইয়াকতুলুল খিনজিরা ওয়া ইয়াজাউল হারব।"

অর্থ ঃ—'তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে, তারা দেখতে পাবে ঈসা ইবনে মরিয়মকে ইমাম মাহদী এবং মীমাংসাকারী ন্যায়-বিচারক হিসেবে। তিনি ক্রুশ ধ্বংস করবেন, শুকুর বধ করবেন এবং ধর্ম-যুদ্ধ রহিত করবেন।" (মুসনদে আহমদ বিন হাম্বল ঃ জিলদ-১, পৃঃ৪১১)।

উপরোক্ত বর্ণনাগুলো হতে দেখা যাচ্ছে যে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আঃ) এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হবেন এবং তাঁর প্রধান কার্যাবলী হবে ঃ (ক) ইবনে মরিয়ম, ইমাম মাহদী এবং 'ইমামাকুম মিনকুম' হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার দাবী করা; (খ) তিনি মীংমাংসাকারী ন্যায়-বিচারক হবেন, (গ) তিনি 'ক্রুশ' ধ্বংস করবেন, (ঘ) 'খিনজির' বা শুকুর বধ করবেন, এবং (ঙ) তিনি ধর্মীয় যুদ্ধ রহিত করবেন।

(৭) ধর্মীয় সংস্কার (তাজদীদে দ্বীন) সম্পর্কিত কার্যাবলী অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যে যে সকল 'আকায়েদ' কুরআন করীমের শিক্ষা এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আদর্শের বিরুদ্ধে স্থান লাভ করেছে এবং তাদের মধ্যে যে সকল দুর্বলতা ও খারাবী অনুপ্রবেশ করেছে সেগুলির সংশোধন ও সংস্কার করা (সুরা ফুরকান ঃ ৩১, হিজর ঃ ১০ ও সংশ্লিষ্ট হাদীস দ্রষ্টব্য)।

(৮) তিনি দাজ্জালী ফেতনা অর্থাৎ বর্তমানে প্রচলিত ত্রিত্ববাদী খ্রীষ্টানী আকীদার অসারতা প্রতিপন্ন করবেন এবং অনুরূপভাবে ইয়াজুজ-মাজুজের ফেৎনা অর্থাৎ পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী চক্রের রাজনৈতিক ও সামরিক মত-বিরোধের অবসান ঘটাবেন (সুরা আম্বিয়া ঃ ৯৭, কাহাফঃ ৯৫ ও ৯৯, সুরা রহমানঃ ৩২—৩৬ এবং পূর্বে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট হাদিস সমূহ দ্রষ্টব্য)

(৯) বর্তমানকালের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের যুগে অকাট্য এবং অখণ্ডনীয় যুক্তি-জ্ঞান ও ঐশী নিদর্শন সম্বলিত লেখার মাধ্যমে বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবেলা করা (সুরা তকবীর ঃ ১১, সুরা আলাক ঃ ৫, সুরা বাকারা ঃ ২৪ আয়াতের আলোকে)।

(১০) সকল ধর্ম ও মতবাদের মোকাবেলায় ইসলামের সত্যতা এবং পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আদর্শের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে যুক্তি-জ্ঞান এবং জীবন্ত নিদর্শনাবলীর সাহায্যে শান্তিপূর্ণভাবে চ্যালেঞ্জ প্রদান করা (সুরা সাফ ঃ ১০, সুরা মুজাদিলা ঃ ২২, আল-হাক্কা ঃ ৪৫ ৪৬ এবং পূর্বে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট হাদীস দ্রষ্টব্য)।

(১১) বিরুদ্ধবাদী শত্রু এবং ইসলাম-বিদ্বেষীদের জন্য বিশেষ ঐশী-নিদর্শনাবলীর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা (সুরা জু'মাঃ ৭-৯ আয়াতের আলোকে)।

(১২) পবিত্র কুরআনের শিক্ষার অধীনস্থ অহী বা ঐশী বাণী লাভ করে আল্লাহতায়ালার

অস্তিত্বের সন্দেহাতীত জ্ঞান ('হাককুল একীন' লাভের পথ উন্মুক্ত থাকার ঘোষনা করা, স্বয়ং এরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করা এবং ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের পুর্ণতার সাক্ষ্য প্রদান করা (সুরা হামীম আল সেজদা : ৩১, সুরা ইউনুসঃ ৬৫, সুরা আল-হাক্কা : ৪৫-৪৭)

(১৩) বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং দারিদ্র দূরীকরণ এবং প্রাচুর্য সম্পর্কিত সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য ন্যায় ও কল্যণ-ভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা (সুরা বাকারা : ১৯৬, তা-হা : ১১৯-১২০, সুরা আল ইমরান : ৯৩)

(১৪) বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী এবং যুদ্ধ ও মহাযুদ্ধ-জনিত সংকটাবলীর ন্যায়-সংগত সমাধানের জন্য সঠিক পথ প্রদর্শন করা এবং সেই উদ্দেশ্যে শান্তিপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা (সুরা হুজুরাত : ১০, আম্বিয়া : ১০৫, শুরা : ১১-১৫; ৩৭-৪৪, সুরা নূর ৫৬)।

ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) নিজেও সুস্পষ্টভাবে বিভিন্ন পুস্তকাবলীর মধ্যে ঘোষণা করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি উল্লেখ্য :

o "আহমদীয়া জামাতের উদ্দেশ্য হলো : খোদা ও তাঁর সৃষ্ট জীবের সম্পর্কের মধ্যে যে আবিলতার সৃষ্টি হইয়াছে উহা দূর করতঃ প্রেম ও অনুরাগের সম্পর্ক পুনরায় স্থাপন করা, সত্যের প্রকাশ দ্বারা ধর্মীয় কোন্দলের অবসান করতঃ মিলনের ভিত্তি গড়িয়া তোলা, ধর্মের যে সকল তত্ত্ব লোক-চক্ষুর অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে তাহা পুনঃপ্রকাশ করা, সেই আধ্যাত্মিকতা যা স্বার্থপরতার অন্ধকারের নীচে নিমজ্জিত তার আদর্শ প্রদর্শন করা, আল্লাহতায়ালার যে শক্তিনিচয় মানবের মধ্যে প্রবেশ করতঃ দোওয়ার মধ্যবর্তিতায় প্রকাশিত হয় তাহা কথার মধ্যে সীমা-বদ্ধ না রাখিয়া কার্য দ্বারা প্রতিপন্ন করা এবং সর্বোপরি সর্বপ্রকার 'শিরক' হইতে মুক্ত বিশুদ্ধ ও সমুজ্জল তৌহীদ যাহা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে উহার চিরস্থায়ী চারা রোপন করা। এই সকল কাজ আমার শক্তিদ্বারা নয়, বরং সেই খোদার শক্তিতে সম্পাদিত হইবে, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর খোদা।" ('শিয়াল কোটের লেকচার' পৃঃ-৩৪)।

o "আমি ইসলামের উপর হইতে প্রতিটি আপত্তির পঙ্কিল প্রলেপ অপসারিত করিয়া কুরআন শরীফের উজ্জল মনি-মুক্তা এবং গুপ্ত ধন-ভাণ্ডার প্রকাশিত করার এবং পৃথিবীর বুকে কোরআন শরীফের সম্মান ও মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আবির্ভূত হইয়াছি।"

(মালফুজাত, ১ম খণ্ড, পৃঃ-৯০)।

০ "এখন আমি পরম শিষ্টাচার ও বিনয়ের সহিত মহামান্য মুসলিম উলামা, খ্রীষ্টান পাদরী এবং হিন্দু পণ্ডিতগণের নিকট এই বিজ্ঞাপন পাঠাইতেছি এবং সংবাদ দিতেছি যে, চরিত্র, বিশ্বাস ও ঈমানের দুর্বলতা এবং ভুল-ভ্রান্তি সংশোধনের জন্য আমি প্রেরিত হইয়াছি।..... আল্লাহ আমাকে জানাইয়াছেন যে, যাবতীয় ধর্মের মধ্যে ইসলামই সত্য। আমাকে জানান হইয়াছে যে, যাবতীয় ধর্ম গ্রন্থের মধ্যে একমাত্র কোরআনের সুশিক্ষাই শুদ্ধতার চূড়ান্ত সীমায় রহিয়াছে ও মানবের হস্তক্ষেপ হইতে পবিত্র। আমাকে আরও জানান হইয়াছে যে, সমস্ত রসুলের মধ্যে পূর্ণ শিক্ষাদাতা এবং স্বীয় জীবন দ্বারা মানবীয় গুণ-গরিমার শ্রেষ্ঠতম আদর্শ একমাত্র আমাদের প্রভু হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ছিলেন। খোদাতায়ালার পবিত্র ও পরিস্কার ওহী দ্বারা আমাকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে যে, আমি তাঁহার প্রতিশ্রুত মসীহ এবং অঙ্গীকৃত মাহদী এবং ভিতর ও বাহিরের মতভেদ-সমূহ মীমাংসার জন্য সুবিচারক রূপে প্রেরিত হইয়াছি। আমার জন্য মসীহ এবং মাহদী যে দুই নাম রাখা হইয়াছে—এই দুই নাম দ্বারা হযরত রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে পূর্বেই সম্মানিত করেছেন এবং পরে খোদাতায়ালা আপন পরিস্কার বাণী দ্বারা আমার এই নামই রাখিয়াছেন। যুগের বর্তমান অবস্থাও অনুমোদন করিতেছে যে, আমার এই নামই হউক।

বস্তুতঃ আমার নামের স্বপক্ষে তিন সাক্ষী বিদ্যমান। (প্রথমতঃ) আমার খোদা যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সত্ত্বাধিকারী, আমি তাঁহাকেই সাক্ষী রাখিয়া এই ঘোষণা করিতেছি যে, আমি তাঁহার তরফ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছি; তিনি স্বীয় নিদর্শন সমূহ দ্বারা আমার সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন; যদি কোন ব্যক্তি ঐশী নিদর্শন সমূহে আমার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া তিষ্ঠিতে পারে তাহা হইলে আমি মিথ্যাবাদী। (দ্বিতীয়তঃ) যদি কোন ব্যক্তি পবিত্র কোরআনের সূক্ষ্ম কথা এবং তত্ত্বজ্ঞান বর্ণনায় আমার সমকক্ষতা করিতে পারে তাহা হইলে আমি মিথ্যাবাদী। (তৃতীয়তঃ) যদি কোন ব্যক্তি গায়েব অর্থাৎ অদৃশ্যের গোপন কথা এবং ঐ সমস্ত রহস্যপূর্ণ ব্যাপার যাহা খোদাতায়ালার অসীম ক্ষমতা দ্বারা সংঘটিত হইবার পূর্বে আমার নিকট প্রকাশ হইয়া থাকে, আমার বরাবর হইতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে আমি খোদাতায়ালার পক্ষ হইতে নহি।" (আরবাইন, ১ম খণ্ড)

(ক্রমশঃ)

—মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতার দৃষ্টিতে রাসুল (সাঃ)-মর্যাদা ও তাঁর রাসুল (সাঃ)-প্রেম

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ছিলেন সৈয়্যদুল-আউওয়ালীন ওল-আখেরীন, সরদারে দু'আলম, শফীউল-মুযনেবীন, মাহবুবে রাব্বুল-আলামীন হযরত আহমদ মুজতাবা মোহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পরম আশিক ও প্রেমিক। তাঁর আকীদা ও বিশ্বাস ছিল এই যে আল্লাহতায়ালা যেমন তাঁর সিফাত ও গুণাবলীতে একক ও অদ্বিতীয়, তেমনি তাঁর হাবিব হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)ও স্বীয় কামালাত ও গুণাবলীতে সকল যুগের সমগ্র মানবজাতির মধ্যে একক ও শীর্ষ মর্যাদার অধিকারী। তাঁর পুর্বেও কেহ এই পূর্ণতম ও সর্বোচ্চ মার্গে উন্নীত হন নাই এবং তাঁর পরেও কিয়ামতকাল ব্যাপী কেহ হতে পারবেন না। তিনি হলেন "আকমাল ও আতাম্ মাজহারে সিফাতে উলুহিয়া" অর্থাৎ ঐশী গুণাবলীর পূর্ণতম বিকাশস্থল ও প্রতিচ্ছবি। তিনি মানবীয় গুণাবলী ও নবুওয়াতের কামালাতের পূর্ণতম আধার হওয়ার ক্ষেত্রে অদ্বিতীয় ও শীর্ষমর্যাদায় অধিষ্ঠিত। যথা—হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) বলেনঃ

"মানবীয় জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও যুক্তির মাপকাঠিতে ঐশী নৈকট্যের মার্গসমূহ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত এবং ঐশী নৈকট্যের তৃতীয় তথা চূড়ান্ত শীর্ষ মার্গটিই হইল আমাদের সৈয়্যদ ও মওলা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ক্ষেত্রে সর্বস্বীকৃত। আর এই মার্গটি হইল উলুহিয়াত বা ঐশ্বরিক গুণাবলীর পূর্ণতম বিকাশস্থল হওয়া। তাঁহারই আলোকচ্ছটা সহস্র সহস্র মানবচিত্তকে আলোকিত ও জ্যোতির্ময় করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে এবং অগণিত মানবাত্মাকে আভ্যন্তরীণ অন্ধকার হইতে বিমুক্ত করিয়া "অনাদি ও অনন্ত নূর" আল্লাহতায়ালার সান্নিধ্যে পেঁৗছাইয়া দিতেছে। জনৈক ব্যক্তি কত-ই-না উত্তম বলিয়া গিয়াছেনঃ (তরজমা) "মোহাম্মদে-আরবী (সাঃ) দুই জাহানের বাদশাহ্, "রুহুল কুদ্দুস" যাঁহার দুয়ারে দারোয়ানী করেন। তাঁহাকে খোদা তো বলিতে পারি না, তবে আমি বলিব যে তাঁহার মর্যাদা উপলব্ধি করার মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে খোদা-উপলব্ধির রহস্য।"

কত সৌভাগ্যশালী সেই ব্যক্তি, যে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে অনুসরণ ও অনুকরণের উদ্দেশ্যে বরণ করিয়াছে এবং কুরআন শরীফকে পথ-নির্দেশনার লক্ষ্যে গ্রহণ করিয়াছে। 'হে আল্লাহ! করুণা ও শান্তি বর্ষিত কর আমাদের প্রভু ও নেতা মোহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর আল এবং আসহাবে উপর। সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি আমাদের হৃদয়কে তাঁহার রসুলের (সাঃ) প্রেমে বিভোর ও বিমোহিত করিয়াছেন, আর তেমনি তাঁহার নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের ভালবাসা দান করিয়াছেন।"

(সুরমা চাশমা আরিয়া, পৃঃ ২৫০)

একটি ফার্সী কবিতায় বলেন :

خدا نگویمش از ترس حق مگر بخدا
خدا نماست وجودش برائے عالمیان

অর্থাৎ—"সত্যের ভয়ে তাঁকে (সাঃ) খোদা বলি না ; কিন্তু খোদার কসম তাঁর সত্বা জগদ্বাসীর জন্য খোদা-দর্শনের দর্পন স্বরূপ।"

একটি আরবী কসীদায় বলেন :

انی اری فی وجهه المتهلل　　شانا یفوق شمائل الانسان
وجه المهیمن ظاهر فی وجهه　　وشؤونه لمعت بهذا الشان
فاق الوری بکماله وجماله　　وجلاله وجنانه الریان

অর্থাৎ—"আমি আপনার জ্যোতির্ময় চেহারাতে এমন অপূর্ব বৈশিষ্ট্য দেখতে পাচ্ছি যা সকল মানবীয় বৈশিষ্ট্যেরও উর্ধে।

রক্ষাকর্তা আল্লাহর চেহারা তাঁর (সাঃ) চেহারায় প্রকাশমান এবং তাঁর জীবনের সকল অবস্থা ও ঘটনা ঐশীমর্যাদায় সমুজ্জল।

তিনি তাঁর অত্যুচ্চ গুণ ও সৌন্দর্যের দ্বারা এবং শৌর্য ও স্বীয় আত্মার সজীবতার দ্বারা সকল সৃষ্টিকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন।"

সেজন্যই হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) আল্লাহতায়ালার পরেই সর্বাপেক্ষা ভালবেসেছেন হযরত রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে। যথা, তিনি বলেন :

بعد از خدا بعشق محمد مخمرم　　گر کفر ایں بود بخدا سخت کافرم
هر تار و پود من بسراید بعشق او　　از خود تهی و از غم آں دلستاں پرم

অর্থাৎ—"আল্লাহতায়ালার পরে আমি মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রেমে বিভোর। ইহা যদি কারো দৃষ্টিতে কুফর হয়ে থাকে তাহলে আমি শক্ত কাফের।

তাঁর প্রেম আমার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে, আমার প্রতিটি শিরা-উপশিরা তাঁর এশ্‌ক ও প্রেমের গীতি গায়। কাজেই আমি স্বকীয় বাসনা-কামনা থেকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত এবং সেই প্রেমাস্পদের প্রেম-বেদনায় ভরপুর।"

আর সেজন্যই তাঁর রচিত প্রায় নব্বই খানা গ্রন্থে তিনি হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি প্রেম ও শ্রদ্ধাঞ্জলি সে ভঙ্গিতেই নিবেদন করেছেন, যে ভঙ্গিতে তিনি আল্লাহতায়ালার প্রতি নিবেদন করেন। যথা—আল্লাহতায়ালার হুজুরে তিনি বলেন :

در کوئے تو اگر سر عشاق را زنند　　اول کسے که لاف تعشق زند منم

অর্থাৎ—(হে আল্লাহ!) তোমার গলিতে (পথে) যদি প্রেমিকদের শিরোচ্ছেদ করা হয়, তাহলে আমিই প্রথম ব্যক্তি হবো যে কি-না তোমার প্রেমের না'রা লাগাবে।"

অনুরূপভাবে তিনি তাঁর মাহবুব হযরত মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহুঃ) প্রসঙ্গে বলেনঃ

تیغ گر بارد بکوئے آں نگار   آں منم کہ اول کند جاں را نثار

অর্থাৎ—"যদি সেই প্রিয়ের (মোহাম্মদ সাঃ এর) গলিতে তলোয়ার চলে তাহলে আমিই প্রথম ব্যক্তি যে সর্ব প্রথম প্রাণ উৎসর্গ করবে।"

যখন কোন প্রেমাস্পদকে অনেকে ভালবাসে, তখন যে সর্বাপেক্ষা প্রেমিক হয় তার মধ্যে অপরাপর প্রেমিকদের মোকাবিলায় আত্মোৎসর্গের স্পৃহা জেগে উঠে। সত্যিকার প্রেমিকের মনে এরূপ স্পৃহা জাগা একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালবাসার এই স্বভাবজ ভাবাবেগটির অনুরূপ অভিব্যক্তি ঘটেছে তাঁর এই কালামে :

مذکہ مے بینم رخ آں دلبرے   جاں فشانم گر دہد دل دیگرے

অর্থাৎ—"আমি সেই প্রেমাস্পদের (মোহাম্মদ সাঃ-এর) মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে আছি। যদি অন্য কেহ তাঁর সমীপে হৃদয় উপহার দেয় তাহলে আমি প্রাণের কোরবানী পেশ করবো।" আরও বলেন :

مذکہ رہ بردم بخوبی ہائے بے پایان تو
جاں را فدا کنم بہر تو گر دیگرے خدمتگزار

অর্থাৎ—"(হে আমার প্রিয় রসূল!) আমি তোমার পরম সৌন্দর্য ও অপরিসীম গুণাবলীর সন্ধান লাভ করেছি। অন্যেরা যদি তোমার খেদমতগুজার হয় তাহলে আমি হব তোমার উদ্দেশ্যে প্রাণ উৎসর্গকারী।"

তাঁর এ সকল কবিতায় বস্তুতঃপক্ষে এ সত্যটিরই প্রতিফলন ঘটেছে যে, রসূল-প্রেমের ময়দানে অন্যান্য প্রেমিকদের মধ্যে কেহই তাঁকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে না।

এই অফুরন্ত মহব্বতে-রসূলের কারণেই তাঁর প্রিয় রসূলের (সাঃ) সম্মান ও মর্যাদার বিরুদ্ধে কোন একটি শব্দও শ্রবণ করা তাঁর পক্ষে অসহনীয় ছিল। তাতে তিনি কল্পনাতীত দুঃখ-বেদনা অনুভব করতেন। অতএব, তিনি হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর শান ও মর্যাদার বিরুদ্ধে অশ্লীল মন্তব্যকারী খ্রীষ্টান পাদ্রী ও আর্য সমাজী পণ্ডিতদের কটুক্তি প্রসঙ্গে বলেন :

"তাহারা এত অধিক কটুকথা ও মিথ্যা দুর্নামপূর্ণ পুস্তক হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে ছাপাইয়াছে এবং বিলি করিয়াছে যে, উহা শুনিলে আমার শরীর কাঁপিয়া যায় এবং আমার হৃদয় কাঁদিয়া কাঁদিয়া দোওয়া করিতে থাকে যে, তাহারা রসূল করীম (সাঃ)-এর নামে নানা প্রকার গালি ও মিথ্যা দুর্নাম দেওয়ায়, আমার মনে যে দুঃখ হইয়াছে তাহার পরিবর্তে যদি এই সকল ব্যক্তি আমার সন্তান-সন্ততিদিগকে আমার চক্ষের সম্মুখে হত্যা করিয়া ফেলিত এবং আমার নিকট হইতে নিকটতর এই পৃথিবীর আত্মীয় ও প্রিয়জনকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলিত এবং আমার সমস্ত সম্পত্তি জবর-দখল করিয়া লইত, তাহা হইলে আল্লাহর কসম ইহাতে আমার কোনই মনঃকষ্ট হইত না।" (আইনায়ে কামালতে ইসলাম)

একবার তিনি লাহোর ষ্টেশনের প্লাটফর্মে গাড়ীর জন্য অপেক্ষারত ছিলেন। এমতা-অবস্থায় সেখানে পণ্ডিত লেখরাম উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম জানালো। কিন্তু তিনি কোনই উত্তর দিলেন না। পুনরায় পণ্ডিতজী সালাম নিবেদন করলেন। তথাপি তিনি কোন উত্তর দিলেন না। তখন তাঁর একজন শিষ্য নিবেদন করলেন যে পণ্ডিত লেখরাম সালাম জানাচ্ছেন। তখন তিনি বললেন,

وہ میرے آقا کو تو گالیاں دیتا ہے اور مجھے سلام کہتا ہے

(অর্থাৎ "সে আমার প্রভু হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে তো গালি দেয়, আর আমাকে সে সালাম জানায়?!") তাঁর প্রিয়কে যে ব্যক্তি গাল দেয় তার সালামের উত্তর দেওয়া তাঁর গয়রত বরদাশ্‌ত করে নাই।

তাঁর লিখাসমূহ পাঠ করলে মনে হয় যেন তাঁর অন্তরে তাঁর প্রিয় প্রভু হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রেম ও ভালবাসার এক সমুদ্র উদ্বেল ও উচ্ছল হয়ে আছে এবং উহাতে যখন উত্তাপ-উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, তখন কোন জিনিসই উহার উচ্ছসিত প্রবল তরঙ্গের সামনে টিকতে পারে না। অতএব, উদাহরণ স্বরূপ তাঁর কবিতা সমূহের এই কয়েকটি পংক্তি থেকে তাঁর সেই উচ্ছসিত প্রেম-উত্তেজনার কিছুটা আঁচ করা যায়ঃ

تا مرا نور رسول پاک را بنمودہ اند
عشق او در دل ہمے جوشد چو آب از آبشار
آتش عشق از دم من ہمچو برق مے جہد
یک طرف اے ہمدمان خام از گرد وجوار

অর্থাৎ—"যখন থেকে রসুলে পাক (সাঃ)-এর নূর আমাকে দেখানো হয়েছে তখন থেকে হুজুর (সাঃ)-এর এশ্‌ক আমার অন্তরে এমনভাবে উপচে পড়ছে যেমন জলপ্রপাত থেকে জল পতিত হয়। তাঁর প্রেমের আগুন আমার শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত বিজলীর ন্যায় বিচ্ছুরিত হচ্ছে। হে অপরিপক্ক দুর্বল-চিত্ত সাথীরা! আমার আশ-পাশ থেকে সরে দাঁড়াও।"

তারপর পূর্ণ মহব্বতের সত্যিকার স্বরূপ হলো এই যে, যে ব্যক্তি কাউকে পরিপূর্ণভাবে ভালবাসে সে তার জীবন-ভঙ্গী, তার চাল-চলন ও তার স্বভাব-চরিত্রের রঙে রঙীন হয় এবং তার মহব্বত যত বেশী থাকে তত বেশী সে নিজের প্রিয়ের গুণাবলীর দিকে আকৃষ্ট হয়, এমন কি সে তারই প্রতিবিম্ব, প্রতিচ্ছবি ও নমুনা (Model) হয়ে যায়। আর যখন উক্ত অবস্থার উদ্ভব ঘটে তখন প্রেমিক ও প্রিয়ের মধ্যে কোন রকম দ্বৈততা বা স্বাতন্ত্র্য থাকে না। প্রেমিকের স্বকীয়তা লোপ পেয়ে সে তার প্রিয়ের মধ্যে আত্মবিলীন হয়ে তার মধ্যে একাকার হয়ে যায়। যেমন কি-না কোন বুজুর্গ বলেছেন:

من تو شدم تو من شدی   من تن شدم تو جاں شدی
تا کس نگوید بعد ازیں   من دیگرم تو دیگری

অর্থাৎ—আমি হইলাম তুমি, তুমি হইলে আমি ;
আমি হইলাম দেহ, তুমি হইলে প্রাণ ;
পরে যেন না বলে কেহ, আমি এক, তুমি অন্য ।

হযরত ইমাম রাব্বানী মোজাদ্দিদ আলফে সানী (রাহঃ) বলেন ঃ

مقتضائے کمال محبت رفع اثنینیت است و اتحاد محب و محبوب

অর্থাৎ, "পূর্ণ মহব্বতের তাগিদ ও প্রতিফলন হলো এই যে, প্রেমিক তার প্রিয়ের রঙে রঙীন হয়ে উভয়ের মাঝে দ্বৈততা ও স্বাতন্ত্র্যকে তুলে দেয় এবং প্রেমিক ও প্রিয় পরস্পর একাত্ম ও একাকার হয়ে যায় ।" (মকতুবাত ইমাম রাব্বানী ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৫ মকতুব নং ৮৮)

অতএব, হযরত পীরানে-পীর গওসে আজম সৈয়দ আবদুল কাদের জীলানী (রহঃ) নিজের সম্বন্ধে বলেন ঃ

هذا وجود جدی صلی اللہ علیہ وسلم لا وجود عبد القادر ۔

(کتاب مناقب تاج الاولیاء مطبوعہ مصر ص ۔ ۵۳)

অর্থাৎ—ইহা আবদুল কাদেরের স্বত্তা নয় বরং ইহা হলো আমার মহান মাতামহ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর স্বত্তা ।" (কিতাব মানাকিবে তাজুল আওলিয়া, মিশরে মুদ্রিত পৃঃ ৩৫)

"গুলদাস্তা কেরামত" গ্রন্থের প্রণেতা মুফতি গোলাম সারওয়ার সাহেব হযরত সৈয়দ আবদুল কাদের জীলানীর (রহঃ) উল্লিখিত উক্তিটি উদ্ধৃত করে বলেন ঃ

"তাঁর এ উক্তিটি দ্বারা রসুল (সাঃ)-এর মধ্যে সম্পূর্ণ 'ফানা' বা আত্মবিলীন হওয়া বুঝায় অর্থাৎ তিনি রসুল-প্রেমের আতিশয্যের ফলশ্রুতিতে সম্পূর্ণ স্বত্তায়, স্বভাব-চরিত্রে, গুণ-গরিমায়, কাজে ও কথায় তথা জীবনের সর্বস্তরে 'ফানা ফির-রসুল'-এর মর্যাদা লাভ করেছিলেন ।" (পৃঃ-৮)

মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী হযরত আহমদও (আঃ) তাঁর প্রিয় প্রভু হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর পরম এশক ও গভীর মহব্বতে একান্তভাবে আত্মবিভোর হওয়ার ফলশ্রুতিতে 'ফানা ফির-রাসুল' বা আত্মবিলীন ও একাত্মতার মোকাম লাভ করেছিলেন । সুতরাং তিনি বলেন

(তরজমা) "আমার এই মুখ-মণ্ডল তাঁরই মুখমণ্ডলে বিলীন হয়ে হারিয়ে গেছে এবং আমার গৃহ ও গলি থেকে তাঁরই সুরভি উদ্ভাসিত হচ্ছে, তাঁরই সুগন্ধ ফুটে বেরুচ্ছে ।

যেহেতু আমি তাঁরই এশক ও মহব্বতে আত্মহারা ও আত্ম-বিলীন হয়েছি, কাজেই (আমার স্বকীয়তা লোপ পেয়ে) আমি আর নই ; তিনিই আছেন ।

আমার আত্মা তাঁরই আত্মা থেকে খাদ্য গ্রহণ করে এবং আমার বক্ষ থেকে সে (মোহাম্মদী) সূর্যই উদিত হয়েছে ।"

রসুল-প্রেমের উক্ত মার্গে উন্নীত প্রেমিকগণ তাদের প্রিয় রসুলের (সাঃ) মধ্যে 'ফানা' বা আত্মবিলীন হয়ে তাঁরই অমর জীবনের অনুরূপ জীবন লাভ করে থাকেন এবং তাদের এই প্রেম অমর ও কাল-বিজয়ী হয়ে থাকে । আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতাও তাঁর প্রিয়

রসুল হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উক্ত পর্যায়েরই প্রেমিরক ছিলেন। তাঁর রচিত নিম্নরূপ দু'টি পংক্তি ইহারই স্বাক্ষর বহণ করে ঃ

انی اموت ولا تموت محبتی   یدری بذکرک فی التراب ندائی

অর্থাৎ—"(হে আমার পরম প্রিয় রসুল!) যদিও আমার জীবনাবসান ঘটবে, কিন্তু আমার প্রেমের কখনও অবসান ঘটবে না ; উহা চিরজীবিত ও কালবিজয়ী হয়ে থাকবে। আর যখন মৃত্তিকা (গোর) হতে কলরব ধ্বনি উঠবে, তখন তোমার প্রশংসায় মুখর ধ্বনি আমারই পরিচয় দিবে। তখন আমার মুখে শুধু তোমার পবিত্র নামের প্রেমপূর্ণ ধ্বনিই গুঞ্জরিত হবে।" তিনি আরও বলেন ঃ

انی قد احییت من احیائه   واها لاعجاز فما احیانی
یا حب انک قد دخلت محبة   فی مهجتی ومدارکی وجنانی
من ذکر وجهک یا حدیقة بهجتی   لم اخل فی لحظ ولا فی آن
جسمی یطیر الیك من شوق علا   یا لیت کانت قوة الطیران

অর্থাৎ—"নিশ্চয় আমি তাঁরই সঞ্জীবনী শক্তির দ্বারা 'রুহানী হায়াতে' সঞ্জীবিত হয়েছি। কত চমৎকার ও মহান এ মো'জেযা! কি উত্তমরূপেই না তিনি আমায় সঞ্জীবিত করেছেন!! আমার পানে পরম স্নেহ ও কৃপাভরে দৃষ্টিপাত করুন, হে প্রভো! আমি যে আপনার একজন তুচ্ছাতিতুচ্ছ দাস॥

হে আমার পরম প্রিয়! আপনার প্রেম সদা আমার মন-প্রাণ-মেধা-মস্তিষ্ক এবং আমার অন্তঃকরণ ও আত্মার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে।

হে আমার পুষ্প-শোভিত আনন্দোদ্যান। আমি যে আপনার (বরকতময় পবিত্র) চেহারার স্মৃতি এক মুহূর্ত ও ক্ষণিকের তরেও বিস্মৃত হতে পারি না।"

প্রবল আগ্রহের তাড়নায় আমি আমার দেহ যোগেই আপনার পানে উড়ে ছুটে যেতে চাই ; হায়! আমার যদি তদ্রুপ উড়ার ক্ষমতা থাকতো!!

یا رب صل علی نبیك دائما   فی هذه الدنیا وبعث ثان

—"হে আমার রাব্ব্! তোমার নবী (সাঃ)-এর উপর সদা সর্বক্ষণ তোমার করুণা-ধারা বর্ষিত কর ইহকালেও এবং পরকালেও।"

(সিরিয়া, লেবানন, পেলেষ্টাইন ও মিশরের ভূতপূর্ব মোবাল্লেগ হযরত মাওলানা জালাল উদ্দিন শামস (রহঃ) রচিত "শারহুল কাসীদা" গ্রন্থের মুখবন্ধের সাহায্যে প্রবন্ধটি প্রণয়ন করা হয়েছে।).

— **আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ**

সংবাদ ঃ

বিভিন্ন জামাতে সিরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা অনুষ্ঠিত

আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজলে এবারও বাংলাদেশের বিভিন্ন জামাতে গত ১৬ই নভেম্বর '৮৬ (১২ই রবিউল আওয়াল) তারিখে যথাযোগ্য মর্য্যাদায় সীরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। জলসায় আঁ-হযরত (সাঃ)-এর চরিত্রের বিভিন্ন দিক, যেমন 'লা ইকরাহা ফিদ্দিন' এর আলোকে রসুল করীম (সাঃ)-এর আমলী নমুনা, ইসলাম প্রচারে হুজুর (সাঃ)-এর সহনশীলতা ও ধৈর্য্য, তাঁর (সাঃ) বিবাহিত জীবনের আদর্শ, মহান আখলাক, রুহানী কামালাত ও মানবতা এবং খতমে নবুওতের তাৎপর্য্য প্রভৃতি বিষয়ের ব্যাপক ও জ্ঞান গর্ভ আলোচনা করা হয়। বিভিন্ন জামাতে অনুষ্ঠিত এই জলসাসমুহের প্রেরিত প্রতিবেদন সময় ও স্থানাভাবে নিম্নে সংক্ষিপ্তকারে প্রকাশ করা হলো।

১। ঢাকা ঃ আল্লাহ্তায়ালার অশেষ ফজলে ঢাকা আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে এই দিন অত্যন্ত সুন্দরভাবে সীরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। বিকেল ৪-৩০ মিনিটে দারুত তবলীগ মসজিদে অনুষ্ঠিত এই সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন সদর মুরুব্বী মৌলানা আবদুল আজিজ সাদেক সাহেব। এরপর জনাব নুরুল হক সাহেব নযম পাঠ করেন। অতঃপর মোহতারম মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব (সদর মুরুব্বী) রসুলে করীম (সাঃ)-এর মহান জীবনাদর্শ এবং মোহতারম নজির আহমদ ভুইয়া সাহেব 'লা ইকরাহা ফিদ্দীনে'র আলোকে রসুল করীম (সাঃ)-এর আমলী নমুনার উপর জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন। এরপর প্রশ্নোত্তর পর্বে সদর মুরুব্বী মৌলানা আবদুল আজিজ সাদেক সাহেব এবং সভাপতি নায়েব ন্যাশনাল আমীর মোহতারম খলিলুর রহমান সাহেব বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। পরিশেষে সভাপতি সাহেব তাঁর মূল্যবান ভাষণ প্রদান করেন। দোওয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়। উক্ত সভায় বেশ কিছু সংখ্যক গয়র আহমদী ভ্রাতাও উপস্থিত ছিলেন এবং মনোযোগ সহকারে বক্তৃতা শ্রবণ করেন। সন্ধ্যার পর মসজিদকে আলোকসজ্জায় সুশোভিত করা হয়। ঢাকার কয়েকটি হালকাতেও অনুরূপ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২। তেজগাঁ ঃ ১৬ই নভেম্বর বাদ আসর স্থানীয় মসজিদে বাংলাদেশ আঃ আঃ-এর অডিটর জনাব শামসুল আলম সাহেবের সভাপতিত্বে সভা আরম্ভ হয়। বিভিন্ন বক্তা উহাতে সীরাতুন্নবী (সাঃ)-এর বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করেন এবং বাদ মাগরিব স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব ডাঃ আবদুর রশিদ সাহেব রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর মহান আখলাক বিষয়ে, জনাব শাহ মুস্তাফিজুর রহমান সাহেব "লা-ইকরাহা ফীদ্দিন"-এর আলোকে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর আদর্শ বিষয়ে, সদর মুরুব্বী মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব "রুহানী কামালাত ও খাতামান্নাবীঈন" বিষয়ে এবং বাংলাদেশ আঃ আঃ এর নায়েব আমীর আওয়াল জনাব ভিজির আলী সাহেব নিজেদের জীবনে রসুলুল্লাহর (সাঃ) সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শের সুষ্ঠু প্রতিফলনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে জ্ঞানগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন।

৩। চট্টগ্রাম ঃ ১২ই রবিউল আওউয়াল রোজ শনিবার বাদ মাগরিব চট্টগ্রাম আঞ্জুমানে মসজিদ প্রাঙ্গণে আলোক-সজ্জার মধ্য দিয়ে সীরাতুন্নবী (সাঃ) দিবস সাফল্যের সঙ্গে উদযাপন করা হয়। জনাব প্রিন্সিপাল মুসলেহ উদ্দীন খাদেম সাহেব এবং জনাব মাসুদুর রহমান সাহেব রসুলে পাক (সাঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন এবং সব শেষে উক্ত সভার সভাপতি চট্টগ্রাম জামাতের আমীর মোহতারম গোলাম আহমদ খাঁন সাহেব "লা ইকরাহা ফীদ্দিন"-এর আলোকে রসুলে পাক (সাঃ) এবং সাহাবীদের ঈমান উদ্দীপক ঘটনাসমূহের বর্ণনা দিয়ে এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রায় ৭০ জন গয়ের আহমদী অতিথি ভ্রাতা ও ভগ্নী এই বক্তৃতাগুলো মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেন। মিষ্টান্ন বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে জলসার সমাপ্তি ঘটে।

৪। নারায়ণগঞ্জ ঃ নারায়ণগঞ্জ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে এই দিন অত্যন্ত সাফল্যের সহিত সিরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব হেলাল উদ্দিন আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মোবাশ্বের আহমদ। নযম পাঠ করেন জনাব নসরুল্লাহ সিকদার সাহেব ও চৌঃ মাযহারুল ইসলাম। এরপর মোহতারম ডাঃ আঃ সামাদ খান চৌঃ সাহেব, জনাব সালাহ উদ্দিন খন্দকার সাহেব, মৌঃ আনোয়ার আলী সাহেব, জনাব বোরহানুল হক সাহেব ও জনাব এ, টি, এম, শফিকুল ইসলাম সাহেব রসুল করীম (সাঃ)-এর জীবনাদর্শের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। পরিশেষে সভাপতি সাহেবের ভাষণ ও দোওয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়।

৫। চরসিন্দুর ঃ সুলতানপুর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে এই দিন অত্যন্ত সুন্দর ভাবে সীরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা অনুষ্ঠিত। মোহতারম মোঃ হাবিবুল্লাহ সাহেবের (ন্যাশনাল কায়েদ) সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন নাসের আহমদ আনসারী। নযম পাঠ করে শোনান মাহমুদ আহমদ সাহেব। এরপর খাকসার (খন্দঃ মোহাম্মদ মাহবুব উল্‌-ইসলাম) ও মোয়াল্লেম আবুল কাসেম আনসারী সাহেব রসুল করীম (সাঃ)-এর মহান জীবনাদর্শ নিয়ে আলোচনা করেন। পরিশেষে সভাপতি সাহেবের সমাপ্তি ভাষণ, দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়।

৬। খুলনা ঃ খুলনা আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে এই দিন অত্যন্ত সাফল্যের সহিত সীরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রথমে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব শামছুর রহমান সাহেব। এরপর শেখ আসলাম ও জনাব মুমতাজুদ্দিন আহমদ সাহেব নজম পাঠ করে শোনান। অতঃপর সর্ব জনাব মোহাম্মদ নুরুল্লাহ সাহেব, আহসান জামাল সাহেব, আঃ রাজ্জাক সাহেব, খালিদ হুজাতুল ইসলাম সাহেব, আঃ আজিজ সাহেব কওছার আলী মোল্লা সাহেব ও সদর মুরুব্বী মৌলানা ফারুক আহমদ সাহেব হযরত (সাঃ)-এর চরিত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেন। পরিশেষে সভার সভাপতি

জনাব আশরাফ উদ্দিন সাহেবের সমাপ্তি ভাষণ ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়।

৭। পটুয়াখালী ঃ পটুয়াখালী আঃ আহমদীয়ার উদ্যোগে এই দিন সীরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। জলসার শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব লুৎফর রহমান। উর্দু নযম পাঠ করেন জনাব এস, এম, তৌহিদুল ইসলাম। এরপর রসুল করীম (সাঃ) এর জীবনাদর্শের উপরে বিস্তারিত আলোচনা করেন সর্বজনাব আবদুল কাদের, মোশারফ হোসেন, মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ, মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন, মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ও মৌলভী মোহাম্মদ মুতিউর রহমান সাহেব। পরিশেষে সভার সভাপতি জনাব এস, এম, দেলওয়ার হোসেন সাহেবের সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়।

৮। উথলী ঃ উথলী আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে এই দিন যথাযোগ্য মর্যাদায় ও অত্যন্ত সুন্দরভাবে সীরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। জলসার শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করেন মোয়াল্লেম জনাব মৌঃ মাহমুদ আহমদ শরীফ সাহেব। এরপর ইজতেমায়ী দোয়া পরিচালনা করেন জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মৌঃ আবদুল গফুর সাহেব। অতঃপর হুজুর-পাক (সাঃ) এর মহান জীবনাদর্শের উপর জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য প্রদান করেন সর্বজনাব আহমদ খালিদ সাহেব, মৌলভী আবুল বরকত সাহেব, মৌঃ মাহমুদ আহমদ শরীফ সাহেব ও মৌঃ মুতিউর রহমান সাহেব। সভাশেষে সকলের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

৯। জামালপুর ঃ এই দিন জামালপুর (সিলেট) আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে সীরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা ১ম ও ২য় অধিবেশনের মসন্বয়ে অত্যন্ত সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়। বিকাল ২-৩০ মিনিট থেকে সন্ধ্যা ৫টা পর্য্যন্ত এবং ২য় অধিবেশন সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত যথাক্রমে জনাব মোঃ হানিফ চৌধুরী সাহেব ও জনাব আবদুন নূর চৌধুরী সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উভয় অধিবেশনেই কুরআন তেলাওয়াতের পর বিভিন্ন বক্তাগণ রসুল করীম (সাঃ)-এর মহান জীবনাদর্শের নানা দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পরিশেষে সভার সেক্রেটারী জনাব বশির আহমদ চৌধুরী সাহেবের সমাপ্তি ভাষণ, ইজতেমায়ী দোওয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়।

১০। কামালপুর (নোয়াখালী) ঃ এইদিন কামালপুর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে সীরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন তেলাওয়াতের পর মোহতারম নজির আহমদ ভুইয়া সাহেব ও সভার সভাপতি স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মৌলবী মোখলেছুর রহমান ভুইয়া সাহেব হযরত (সাঃ)-এর পবিত্র জীবনাদর্শের উপর ব্যাপক আলোচনা করেন। এরপর প্রশ্নোত্তর পর্বে শ্রোতাগণের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়।

১১। নাসেরাবাদ ঃ নাসেরাবাদ আঃ আঃ উদ্যোগে এই দিন সীরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব গিয়াস উদ্দিন মোল্লাহ্ সাহেবের

সভাপতিত্বে অনুকত এই সভার শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মজিবর রহমান অতঃপর জামাতের বিশিষ্ট বক্তাগণ রসুল করীম (সাঃ)-এর জীবনাদর্শের উপর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন। পরিশেষে দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে জলসার কাজ শেষ হয়।

১২। **লালমনির হাট ঃ** লালমনির হাট আঃ আঃ উদ্যোগে এই দিন সুন্দরভাবে সীরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব ফজলুর রহমান সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় বিভিন্ন বক্তাগণ হযরত (সাঃ)-এর জীবনাদর্শ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পরিশেষে দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়।

১৩। **হোসনাবাদ ঃ** ১৪-১১-৮৬ তারিখে হোসনাবাদ আঃ আঃ উদ্যোগে সুন্দর ভাবে সীরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব আকন আলী সরকার সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই জলসার প্রথমে কুরআন তেলাওয়াত— অতঃপর বিভিন্ন বক্তাগণ রসুল করীম (সাঃ) এর মহান চরিত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেন। পরিশেষে দোওয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে জলসার কাজ শেষ হয়। সভাটি সুন্দর ভাবে পরিচালনা করেন জনাব আবদুল জাব্বার সাহেব।

১৪। **ঘাটুরা ঃ** ১৭ই নভেম্বর ঘাটুরা আঃ আহমদীয়ার উদ্যোগে অত্যন্ত সুন্দর ও সুশৃংখল ভাবে সীরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব আঃ জাহের হাজারী সাহেবের সভাপতিত্বে ও পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে জলসার কাজ শুরু হয়। অতঃপর জনাব কাউছার আহমদ বিভাগীয় কায়েদ সাহেব সহ জামাতের বক্তাগণ রসুল করীম (সাঃ)-এর মহান আদর্শের উপর বিস্তারিত আলোকপাত করেন। দোওয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়।

১৫। **তেরগাতী ঃ** তেরগাতী আঃ আহমদীয়ার উদ্যোগে সুন্দরভাবে সীরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। আবু সাইদ মোহাম্মদ ইয়াহিয়া সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই জলসায় হাফেজ সেকান্দর আলী সাহেব, মৌঃ শেখ আনোয়ার আলী সাহেব প্রমুখ রসুল করীম (সাঃ)-এর মহান জীবনাদর্শ নিয়ে জ্ঞান গর্ভ আলোচনা করেন। দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়।

১৬। **ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ঃ** ২১শে নভেম্বর ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আঃ আহমদীয়ার উদ্যোগে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি মোহতারম ওবায়দুর রহমান ভুইয়া সাহেবের সভাপতিত্বে অত্যন্ত সাফল্যের সহিত সীরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে বিভিন্ন বক্তা জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করেন। দোওয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে জলসার সমাপ্ত হয়।

১৭। **সিলেট ঃ** ২১শে নভেম্বর সিলেট আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সীরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের পর জনাব আখতারুজ্জামান সাহেবসহ বিভিন্ন বক্তাগণ রসুল করীম (সাঃ)-এর মহান

জীবনাদর্শের উপরে জ্ঞান গর্ভ বক্তব্য পেশ করেন। পরিশেষে সভার সভাপতি স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব আতাউর রহমান সাহেবের সমাপ্তি ভাষণ, দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে জলসার কাজ শেষ হয়।

১৮। ক্রোড়া ঃ গত ২২-১১-৮৬ইং রোজ শনিবার ক্রোড়া মঃ খোঃ আঃ উদ্যোগে মাইকের ব্যবস্থাসহ সুসজ্জিত মসজিদে জাক-জমকের সহিত সীরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা বাদ মাগরেব হইতে রাত ১০টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জলসায় সভাপতিত্ব করেন জনাব সালেহ মুহাম্মদ ভূঞা এবং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনাদর্শের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা করেন জনাব ডাঃ মোহাম্মদ আনোয়ার হুসেন সাহেব (বি, বাড়ীয়া) জনাব শেখ আবদুল আলী (বি, বাড়ীয়া) জনাব এনামুল হক ভূঞা (ক্রোড়া এবং জনাব আনু মিয়া খন্দকার (বি, বাড়ীয়া)। সভায় প্রথমে কুরআন পাঠ করেন মৌলভী আবদুর রহমান (তারুয়া) বক্তৃতার ফাকে ফাকে সুললিত কণ্ঠে বাংলা ও উর্দু নযম পাঠ করেন জনাব মুনির আহমদ এবং জনাব মাহমুদ আহমদ। সভা শেষে দোয়ার পর সকলকে কিষ্টি দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

১৯। চুয়াডাঙ্গা ঃ ২৭শে নভেম্বর বাদ মাগরীব স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ মাশুম আলী সাহেবের সভাপতিত্বে সীরাতুন্নবী (সাঃ) সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে কুরআনপাক তেলাওয়াতের পর মৌঃ মাহমুদ আহমদ শরীফ (মুয়াল্লেম) সাহেব, রবিউল হক সাহেব এবং সভার সভাপতি সাহেব সীরাতের বিভিন্ন দিক বর্ণনা করে বিস্তারিত বক্তৃতা প্রদান করেন। পরিশেষে দোওয়ার মাধ্যমে এই পবিত্র সভা সমাপ্ত হয়।

২০। বিষ্ণুপুর (কুমিল্লা) ঃ ২৩শে নভেম্বর বিষ্ণুপুর জামাতের জনাব শামসুদ্দিন সাহেবের সভাপতিত্বে সাফল্যের সহিত সীরাতুন্নবী (সাঃ)-সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের পর উক্ত বিষয়ের উপর জনাব জসীমউদ্দিন ও স্থানীয় কায়েদ জনাব আমীর মোহাম্মদ ভুঁইয়া বিস্তারিতভাবে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। বহু অ-আহমদী ভ্রাতাও উপস্থিত ছিলেন এবং মনোযোগ সহকারে সকল বক্তব্য শ্রবন করেন। পরিশেষে সভার সভাপতির ভাষণ ও দোওয়ার মধ্যমে সভা সমাপ্ত হয়।

ইহা ছাড়া বগুড়া ও নিউসোসাতলা, আহমদনগর (দিনাজপুর), সুন্দরবন ইত্যাদি জামাতেও অত্যন্ত যথাযোগ্য মর্যাদায় সাফল্যের সহিত সীরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা অনুষ্ঠিত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

সংবাদ সংকলন—খন্দকার মোহাম্মদ মহবুব-উল-ইসলাম

চট্টগ্রাম বিভাগীয় মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে তালীম তরবিয়তী ক্লাশ ও ইজতেমা

আগামী ২৪শে ডিসেম্বর বাদ মাগরিব হইতে ৩১শে ডিসেম্বর চট্টগ্রাম বিভাগীয় মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ৪র্থ বার্ষিক তালিম তরবিয়তী ক্লাশ ও ১লা জানুয়ারী ও ২রা জানুয়ারী ১৯৮৬ইং ৯ম বার্ষিক ইজতেমা মোহতারম ন্যাশনাল কায়েদ সাহেবের অনুমোদনক্রমে ব্রাহ্মণবাড়ীয়াস্থ মসজিদ মোবারকে অনুষ্ঠিত হইতে যাইতেছে ইনশাল্লাহ।

উক্ত ক্লাশ ও ইজতেমায় বেশী বেশী সংখ্যায় খোদ্দাম ও আতফালদের উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য। এ বিষয়ে স্থানীয় কায়েদ সাহেবানদেরকে চেষ্টা চালাইতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

এবারের তরবিয়তী ক্লাশ ও ইজতেমাতে তিনটি গ্রুপে বিভিন্ন বিষয়ে ক্লাশ ও প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হইবে। গ্রুপগুলি নিম্নরূপ : "এ" :—৪র্থ শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত। গ্রুপ "বি" :৭ম শ্রেণী হইতে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত এবং গ্রুপ "সি" ১০ম শ্রেণী হইতে তদুর্ধ ক্লাশ।

তালিম তরবিয়তী ক্লাশ ও ইজতেমার সিলেবাস প্রত্যেক মজলিসে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে।

খাকছার—এ, বি, এম, শফিউল আলম (বরকত), চেয়ারম্যান
তাঃ তঃ ক্লাশ ও ইজতেমা কমিটি, চট্টগ্রাম বিভাগীয় মঃ খোঃ আঃ

খোদ্দামুল আহমদীয়ার বিজ্ঞপ্তি

মোহতারম মোহতামীম বেরুন মঃ খোঃ আঃ মরকজিয়ার পত্র সূত্রে প্রাপ্ত নির্দেশ মোতাবেক সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, মোহতারম সদর সাহেব মঃ খোঃ আঃ মরকজীয়া চলতি বৎসর ১৯৮৬-৮৭ কার্য্যকালের জন্য মোহতারম মোহাম্মদ আবদুল হাদী সাহেবকে বাংলাদেশ মজলিসের ন্যাশনাল কায়েদ মনোনীত করেছেন।

নব-মনোনীত ন্যাশনাল কায়েদ সাহেবকে আল্লাহতায়ালা যেন উত্তমরূপে দায়িত্ব পালনের তৌফিক দান করেন তজ্জন্য আহবাবে-জামাতের খেদমতে দোওয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

--মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, সাবেক ন্যাশনাল কায়েদ

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাইতে হইতেছে যে, ধাক্কামারা নিবাসী জনাব মোসলেম উদ্দিন প্রধান সাহেব (৬৫) বিগত ২৮শে নভেম্বর '৮৬ইং শুক্রবার সকাল বেলায় পঞ্চগড় হইতে বাড়ী ফিরার পথে রাস্তায় এক ট্রাকের নীচে চাপা পড়িয়া মর্মান্তিক ভাবে ঘটনাস্থলেই নিহত হন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। মরহুম অত্যন্ত নেক এবং নিয়মিত চাঁদাদাতা একজন মোখলেস আহমদী ছিলেন। তিনি স্ত্রীসহ ৪ পুত্র ও ২ কন্যা

রাখিয়া যান। মরহুমের রুহের মাগফিরাত ও দারাজাতের বুলন্দি এবং শোক সন্তপ্ত পরিবার বর্গ এবং সকল আত্মীয়-স্বজনকে আল্লাহতায়ালা যেন সান্ত্বনা দান করেন ও তাদের হাফেজ ও নাসের হন সেজন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট খাসভাবে দোওয়ার অনুরোধ করা যাইতেছে।

দোওয়ার আবেদন

১) বীর পাইকশা আঃ আঃ-এর প্রেসিডেন্ট জনাব আবদুল হাকিম সাহেব হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল-ঢাকায় চিকিৎসাধীন আছেন। তাঁর আশু রোগ-মুক্তির জন্য জামাতের ভ্রাতা ও ভগ্নিদের খেদমতে খাসভাবে দোওয়ার আবেদন করা যাচ্ছে।

(২) মীরপুর-ঢাকা নিবাসী জনাব আবদুল গফুর সাহেব দীর্ঘদিন যাবৎ অসুস্থ এবং সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। তাঁর আশু আরোগ্য লাভের জন্য দোওয়ার আবেদন করা যাচ্ছে।

৩। হাজিগঞ্জ নিবাসী জনাব শামছুল আলম সাহেব, মটর সাইকেলের সাথে এক সড়ক দুর্ঘটনায় মারাত্মক ভাবে আহত হন, তিনি নারায়ণগঞ্জ সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন এবং এক্সরে রিপোর্টে দেখা যায় কয়েকটি হাড়ে ফাটল রহিয়াছে। জামাতের ভ্রাতা ও ভগ্নিদের নিকট তার আশু রোগ মুক্তির জন্য খাছভাবে দোয়ার আবেদন রহিল।

শুভ বিবাহ

১) বিগত ১০/১১/৮৬ইং তারিখে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জিলার ঘাটুরা নিবাসী জনাব মোঃ ইসহাক লসকরের দ্বিতীয় পুত্র মোঃ ইয়াকুব লসকরের সহিত উল্লিখিত জেলার তারুয়া (বর্তমান ভাদুঘর) নিবাসী ডাঃ মোঃ নূরুল আলমের জেষ্ঠ্যা কন্যা মোসাম্মাৎ নিলুফার বেগমের শুভ বিবাহ ২৫০০১'০০ পচিশ হাজার একটাকা মোহরানায় সম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান প্রবীন মোয়াল্লেম জনাব সামসুজ্জামান সাহেব।

২) বিগত ১৬ই নভেম্বর ৮৬ইং রোজ শনিবার বাদ মাগরেব তেবাড়ীয়া নাটোর নিবাসী ডাঃ আপ্তাবউদ্দিন আহমদ সাহেবের ১ম পুত্র মোহাম্মদ নূরউদ্দিন আহমদ এর সহিত দেবগ্রাম, আখাউড়া নিবাসী মৌঃ মাহবুবুর রহমান চৌধুরী সাহেবের ৪র্থ কন্যা মোসাম্মাৎ নাদিরা চৌধুরীর শুভ বিবাহ, ২০,০০১ টাকা দেন মোহর ধার্য্যে কন্যার পিত্রালয়ে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান সদর মোয়াল্লেম মৌঃ মনোয়ার আলী সাহেব।

উভয় বিবাহ বাবরকত হওয়ার জন্য সকলের নিকট দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

আহ্‌মদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মউওদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন ঃ

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য, এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দুমাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃত-পক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, প্রকাশ্যে আমাদের এই অঙ্গীকার সত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?"

"আলা ইন্না লা নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ,"সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

('আইয়ামুস সুলেহ,' পৃঃ ৮৬-৮৭)।

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the proprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya

4 Bakshibazar Road, Dhaka-11. Phone No. 501379

Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar